সুকন্যা।

শ্রী-দামোদর-মুখোপাধ্যায়-প্রণীত।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরি হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা,
৩৪ গৌরমোহন মুখোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীট,
মেট্‌কাফ্ যন্ত্রে
শ্রীশশীভূষণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।
সন ১৩০৬ সাল।

মূল্য ।০ আট আনা।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

শর্য্যাতি ... সূর্য্যবংশীয় রাজা।

মন্ত্রী।

মৈত্রেয় ... বিদূষক।

রাজ-বৈদ্য।

মহর্ষি চ্যবন ... ভৃগুপুত্র।

সেনাপতি।

ব্রাহ্মণগণ।

সৈনিকগণ।

প্রতিহারী।

ব্যাধদ্বয়।

অশ্বিনীকুমারদ্বয়।

পুরোহিত।

ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, বৃহস্পতি, মদদৈত্য, মজুরদ্বয় ইত্যাদি

স্ত্রীগণ।

রাজ্ঞী ... শর্য্যাতির স্ত্রী।

সুকন্যা ... শর্য্যাতির কন্যা।

পরিচারিকাদ্বয়, সখিগণ, জগদ্ধাত্রী ইত্যাদি।
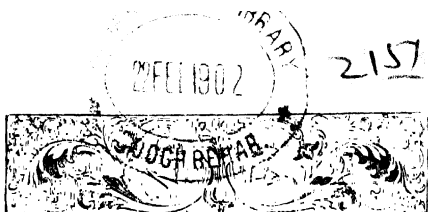
সুকন্যা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বন-প্রান্ত।

শর্য্যাতি ও মৈত্রেয়।

মৈত্রে। এবার মহারাজ বেশ বনে আসা। লোকজন, দাস-দাসী, হাতী-ঘোড়া, সকলই প্রচুর পরিমাণে সঙ্গে এসেছে; লক্ষ্মী স্বরূপা মহিষী আর পুরমহিলারা সকলেই এসেছেন; রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী রাজ-নন্দিনীও এসেছেন; সুতরাং এবার বেশ সুখ সচ্ছন্দেই থাকা যাবে সন্দেহ নাই।

শর্য্যা। বন-ভ্রমণে এসে কখনই তো সুখ-সচ্ছন্দতার অভাব হয়

না। নানাবিধ ফল-পুষ্প সুশোভিত গুল্ম-লতা-পাদপ, বিবিধ বর্ণের অগণ্য বিহঙ্গম, ভয়চকিত নিরীহ হরিণীকুল, এ সকল বনে এলেই দেখ্‌তে পাওয়া যায়। ফলতঃ নগরের জনকোলাহলময় ধূলি কর্দ্দম আবর্জ্জনা পরিপূর্ণ স্থান সকল পরিত্যাগ ক'রে, প্রকৃতির পরম রমণীয় অরণ্য প্রদেশে আগমন করলেই মনে অভূতপূর্ব্ব শান্তির উদয় হয়। আর জীবনের প্রধান সুখ স্বরূপ স্বাস্থ্যও যেন এই সকল প্রদেশে পদার্পণ কর্‌বা মাত্রই হৃদয় মনকে বলীয়ান করিয়া তোলে। এখানকার সুনির্ম্মল সুগন্ধ বায়ুরাশি শ্বাস যন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করলেই যেন দেহ পুলকিত হ'য়ে উঠে। আর এই সকল প্রদেশ-প্রবাহিত নির্ঝরের সুনির্ম্মল বারি কিঞ্চিন্মাত্র পান করলেই ক্ষুধার উদ্রেক হয়।

মৈত্রে। বনে এলে ক্ষুধা বাড়ে! আমার কিন্তু সেজন্য বনে আসার বিশেষ প্রয়োজন মনে হয় না; কেননা ক্ষুধার জ্বালায় নগরেই আমি বিব্রত, বনে এসে সেটা বেড়ে গেলে আরও উদ্বেগ ও যন্ত্রণার কারণ হয়ে উঠ্‌বে। তা হ'ক, এবার সেজন্য বড় ভাবনার কারণ নাই, কারণ এবার যথেষ্ট খাদ্য সামগ্রী সঙ্গে এসেছে; সুদক্ষ পাচকগণও সঙ্গে আছে; সুতরাং এবার যদি দিবারাত্র অবিশ্রান্ত ক্ষুধা হয় তাতেও ভয়-ভাবনার কারণ নাই। কিন্তু আমার দুরদৃষ্ট ক্রমে বনে এসে ক্ষুধা বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক—এবার কিছু মন্দাগ্নি অনুভব হচ্ছে।

শর্য্যা। সে কি বয়স্য! এই তুমি আমার সঙ্গে ব'সে আকণ্ঠ ভোজন ক'রে আস্‌ছ। রাজনন্দিনী সুকন্যা আর মহিষী উভয়েই তোমাকে পরিতোষ ক'রে খাওয়ালেন! তুমি যখন "আর পার্‌ব না" বল্লে—আর যখন বাস্তবিকই খাদ্যদ্রব্য তোমার পাতে প'ড়ে থাক্‌ল, তখন তাঁরা ক্ষান্ত হ'লেন।

মৈত্রে। তাই তো বল্‌ছি মহারাজ! এমন অপূর্ব্ব চন্দ্রপুলী রাজকুমারী বারবার খেতে বল্লেন, তবু আমাকে তো "না" বল্‌তে হ'ল! এমন দেবভোগ্য মিষ্টান্ন, রাজ-মহিষী রাশি রাশি আমার পাতে ফেলে দিলেন, তাও তো আমাকে ফেলে উঠতে হ'ল—এতক্ষণ যদি আবার ক্ষুধার উদ্রেক হ'ত, তা হ'লে বুঝতেম যে বনে স্বাস্থ্য ও ক্ষুধা হয় বটে। কিছু না—পেট এখনও দম্‌শম্!

শর্য্যা। বয়স্য! তোমার ভুল হয়েছে। সে তো অনেকক্ষণ হয় নি। আমরা এখনই আহার ক'রে আস্‌ছি—বড় জোর দুই তিন দণ্ড অতীত হ'য়েছে।

মৈত্রে। সেই কথাইতো হচ্ছে মহারাজ! আহার যদি দণ্ড, হোরা, প্রহর হিসাব ক'রে করতে হয়, তা হ'লে তো অপরিসীম মন্দাগ্নির লক্ষণ বল্‌তে হবে। যদি দণ্ডে দণ্ডে জঠর জ্বালার উদ্রেক না হয়, তা হ'লেই তো মৃত্যুর পূর্ব্ব লক্ষণ মনে করা উচিত।

(দুই জন ব্যাধের প্রবেশ)

১ম ব্যা। একি! আমাদের মহারাজ নয়?

২য় ব্যা। তোরে তখনই বল্‌লাম, এ দিকে গিয়ে কাজনি—কি বিপদ ঘটবে।

১ম ব্যা। তা এখন উপায়?

২য় ব্যা। ভুঁয়ে মাথা ঠেকিয়ে গড় ক'রে পালাই চল।

(উভয়ের দূর হইতে প্রণাম।)

শর্য্যা। কে তোমরা? কি চাও?

১ম ব্যা। আজ্ঞে আমরা চণ্ডাল, পাখী, হরিণ আর আর জানোয়ার মেরে দিন কাটাই।

শর্য্যা। তা তোমরা এদিকে এসেছ কেন? জাননা তোমরা এই বনের মধ্যেই তাপসশ্রেষ্ঠ চ্যবন মুনির আশ্রম? মুনিঋষির আশ্রম প্রদেশে জীব হিংসা নিষিদ্ধ, একথা তোমরা শুন নাই কি?

২য় ব্যা। আজ্ঞে আমরা সকলই শুনেছি, সকলই জানি। এদিকে শিকার কত্তে আসি নি, নেহাত প্রাণের ভয়ে পালাতে পালাতে আমরা এদিকে এসে পড়েছি।

শর্য্যা। কিসের ভয়?

১ম ব্যা। মহারাজ! এই পশ্চিম দিকে দূরে যে বন দেখা যাচ্ছে ওখানটা মহামুনির এখান থেকে অনেক দূর। আমরা ওখানেই আজ হরিণ শিকার কত্তে গিয়েছিলাম। সারাদিন হরিণের সন্ধানে মিছে মিছে ঘুরে বেড়িয়ে, শেষে এক অতিবড় সিংহির সম্মুখে পড়ে গিয়েছিলাম। সেই সিংহির হাত থেকে যে কষ্টে পালিয়ে এসেছি তা আর কি বলব?

ন্ত্রে। (রাজার নিকটস্থ হইয়া) সিংহ! বল কি, তোমরা? সিংহ?

ব্যা। আজ্ঞে হাঁ, প্রকাণ্ড সিংহ।

ত্র। আরে নাহে না। সিংহ কখনই নয়,—কি একটা শিয়াল টিয়াল দেখে ভয় পেয়ে পালিয়ে এসেছ।

ব্যা। আজ্ঞে না, শিয়াল দেখে ভয় পাবার ছেলে আমরা নই। আর আমরা বনে বনে ফিরি, শিয়ালও চিনি সিংহিও চিনি।

ন্ত্রে। আচ্ছা বল দেখি, সিংহের লেজ আছে কি না?

ব্যা। আজ্ঞে তার মস্ত লেজ আছে, হাঁড়ির মত অতিবড় মুখ আছে, তাতে বড় বড় দাঁত আছে, ঘাড়ে কোঁকড়া কোঁকড়া লম্বা লম্বা জটা আছে, আর তার ডাক শুন্‌লে পেটের ছেলে চম্‌কে ওঠে।

মন্ত্রে (রাজার আরও নিকটস্থ হইয়া) বটে! তাহ'লে আমার বোধ হয় সে একটা ধোপার গাধা হ'তে পারে। তা যাই হ'ক, তোমরা এক্ষণে সচ্ছন্দে প্রস্থান কর্ত্তে পার। আমি সম্প্রতি কিছু আহারাদি ক'রে একটু নিদ্রা দে'ব, তারপর উঠে মন্দাগ্নি নিবারণের জন্য কিঞ্চিৎ বায়ু ও নির্ঝরের বারি সেবন করব। তারপর আমাদের সঙ্গের যে সকল বীর পুরুষ আছেন, তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে সিংহ বধের যা হয় একটা ব্যবস্থা ক'রে দেব। সে জন্য তোমাদের কোন চিন্তা নাই। ছিঃ! তোমরা বড়

ভীত কাপুরুষ দেখছি। এমন ক'রে পালিয়ে আস্তে আছে?

১ম ব্যা। আজ্ঞে না, আমরা ভয় কাকে বলে তা কখনই জানি না। এ বনে বাঘ সিংহি কি আর কোন দুষ্ট জন্তু দেখতে পাওয়া যায় না; কাজেই আমরা সে সকল জানোয়ার মারবার মত অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে ঘুরি না। সিংহি আমাদের তাড়া করেছিল। আমরা বনের অনেক ফন্দি জানি ব'লেই কোন রকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি।

মৈত্রে। তাড়া ক'রেছিল,—বল কি? কত দূর তোমাদের সঙ্গে এসেছিল? (রাজার বস্ত্রাগ্র ধারণ) তোমাদের গন্ধে হয়তো সিংহ এখানেও এসে পড়তে পারে। যাও বাবা, তোমরা যে দিকে পলায়ন কচ্ছিলে, সেই দিকেই যাও।

শর্য্যা। সিংহ যে বনে ছিল, সে স্থান তোমরা আমাকে দেখিয়ে দিতে পারবে?

মৈত্রে। এইরে! মজালে দেখ্ছি! আজ্ঞে না, কেমন করে দেখিয়ে দেবে ওরা? আপনি বন ভ্রমণে এসে বধ করবেন ভেবে, সিংহ মহাশয় এক জায়গায় বুক পেতে বসে আছেন কি, যে ওরা গিয়ে দেখিয়ে দেবে?

২য় ব্যা। আমরা যতদূর বুঝি, তাতে বলতে পারি সিংহি অবিশ্যিই এখনও ঐ বনে আছে। মহারাজ হুকুম করে, আমরা সিংহি দেখিয়ে দিতে পারি; মহারাজের পিছন থেকে হুকুম মত ফরমাস খাটতে পারি,

আর দরকার হলে মহারাজের জন্য প্রাণ দিতে পারি।

শর্য্যা। আমি ধনুর্ব্বাণ ধারী সূর্য্যবংশীয় নরপতি। বহুদিন সিংহের ন্যায় বিক্রমশালী পশুর প্রাণ বধ করা ঘটে নাই। যদি এ সুযোগ সহসা উপস্থিত হ'য়েছে, তা হ'লে কখনই তা পরিত্যাগ করতে পারি না। আমি তোমাদের কথায় প্রীত হয়েছি। চল, কোথায় সিংহ আছে দেখিয়ে দিবে এস; তোমাদিগকে যথেষ্ট পুরস্কার দেব।

মৈত্রে। এইরে! সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হ'ল দেখ্‌ছি। দাঁড়ান মহারাজ! এখনই যাবেন কোথা? মহারাণীর সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁর মত নিয়ে আসুন, মন্ত্রীদের ডে'কে আগে একটা পরামর্শ করুন, সেনাপতি ও শরীর রক্ষকদের অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে আগে সেখানে যেতে বলুন, তারপর ষষ্ঠী, মনসা দেবীদের ষোড়শোপচারে পূজা দিন; তারপর একবার ভাল ক'রে ব্রাহ্মণ ভোজন করান; তারপর ধীরে সুস্থে কাল প্রাতে বা পরশু বৈকালে সিংহের অন্বেষণে বেরুলেই হবে।

১ম ব্যা। আজ আমাদের খুব কপাল জোর, এক তো রাজাকে দেখ্‌তে পেলেম, তারপর রাজা যখন নিজে যাচ্ছেন তখন বনের শত্রু সিংহ যে অক্কা পাবে সে বিষয়ে খাটী ঠিক দিলাম।

মৈত্রে। বেশ লোক তো আপনি, অনায়াসে এই নরাধম চণ্ডাল

বেটাদের সঙ্গে চল্লেন; এ দীন ব্রাহ্মণের কথা একবারও ভাবলেন না?

শর্য্যা। তোমার সম্বন্ধে ভাবনার কোন কারণই তো দেখছি না। তুমি সচ্ছন্দে আমার সঙ্গে আস্‌তে পার।

মৈত্রে। বাঃ রে! ব্যাধেরা সিংহের মস্তকে যে লম্বা লম্বা জটার বর্ণনা কর্‌ল, তা কল্পনা ক'রেই এ বিপ্রের দেহ পিঞ্জর হ'তে প্রাণ পক্ষী সুদূরে পলায়ন কর্‌বার উদ্যোগ কচ্ছে—দেখ্‌লে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু! আমি কি মহারাজকে ব্রহ্মহত্যার পাতকী কর্‌ব?—কদাপি না।

শর্য্যা। তবে তুমি আমার প্রত্যাগমন কাল পর্য্যন্ত এই স্থানেই অপেক্ষা করতে পার।

মৈত্র। একাকী? যদিও সিংহ যে বনে আছে, তা এ স্থান হ'তে প্রায় এক ক্রোশের অধিক দূর, তথাপি আপনার বাণে বিদ্ধ হ'য়ে সিংহ যখন ঘোর গর্জ্জন ক'রে উঠবে, তখন সে ধ্বনি এতদূর এলেও আস্‌তে পারে। সে ডাক শুনে যখন আমি 'পপাত ধরণী-তলে' হব তখন আমাকে ধর্‌বে কে?

শর্য্যা। তবে তুমি আমাদের পটমণ্ডপে ফিরে যাও।

মৈত্রে। এটা একটা সৎ পরামর্শ বটে। কিন্তু আমাকে সঙ্গে ক'রে রে'খে আস্‌বে কে? সিংহটা যে স্থির ভাবে ঐ বনেই নিদ্রা দিচ্ছে এমন কথা কে বল্লে? যদি সে মানুষের গন্ধ পেয়ে এই দিকেই ছুট্‌কে এসে থাকে,

আর যদিই আমি দুর্ভাগ্য ক্রমে তার সম্মুখে পড়ে যাই, তা হ'লে উপায়?

শর্য্যা। তুমি না বল্‌ছিলে সেটা একটা ধোপার গাধা?

মৈত্রে। আজ্ঞে—সে—আমি—। এক্ষণে যদি নিতান্তই আপনার ঘাড়ে সিংহ শিকারের ভূত চেপে থাকে, তা হ'লে দয়া ক'রে আমার যা হয় একটা উপায় ক'রে যান।

শর্য্যা। তা এস। তোমাকে নিরাপদ স্থানে রে'খে আমি সিংহ শিকারে যাব।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নদী-সন্নিহিত বন।

রাজ্ঞী ও পরিচারিকাদ্বয়।

রাজ্ঞী। কি রমণীয় প্রদেশেই এবার মহারাজ আমাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছেন। যে দিকে চক্ষু ফিরাই সে দিকই পরম শোভাময়; শান্তি, পবিত্রতা সর্ব্বত্র যেন ছড়ান রয়েছে। নিকটেই মহাতেজা তাপস শ্রেষ্ঠ মহর্ষি চ্যবনের আশ্রম। তাঁর পুণ্য-ধর্ম্ম প্রভাবে এ প্রদেশের সর্ব্বত্রই নিরাপদ—শান্তিময়।

১ম পরি। কিন্তু দেবি! আমাদের অদৃষ্টে এ পর্য্যন্ত সে মহা-পুরুষের চরণ দর্শন ঘট্‌ল না।

রাজ্ঞী। তাঁর আর দেখবে কি? কত সহস্র সহস্র বৎসর ধ'রে এক স্থানে এক ভাবে থেকে তিনি জড়ের মত নিশ্চল হ'য়ে গেছেন। ক্রমে ক্রমে ধূলা-মাটীতে তাঁর দেহ ঢে'কে গিয়েছে। অনেক উই তাঁর সেই শরীরের উপর বাসা ক'রে তাঁকে একটা মাটীর ঢিপি ক'রে তুলেছে। তারপর কালে সেই মৃত্তিকার উপর অনেক তৃণ-লতাও জন্মে গেছে।

২য় পরি। তবে তাঁর দেহে এখন প্রাণ নাই, তাঁর শরীর এখন মাটী হ'য়ে গেছে বলুন।

রাণী। আমি শুনেছি সেই মাটীর ঢিপির মধ্যে এখনও তাঁর জীবন্ত শরীর আছে, আর তাঁর দিব্যজ্ঞান এখনও তাঁকে আশ্রয় ক'রে আছে।

১ম পরি। ধন্য আমরা! যে এমন মহাপুরুষের আশ্রমে এসেছি। আমি এখান থেকেই সেই মহর্ষির নাম ক'রে বার বার প্রণাম করছি।

২য় পরি কিন্তু সে মহাপুরুষের কাছে গিয়ে তাঁকে দর্শন কত্তে, আর সেখানকার ধূলা মাথায় দিতে আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হ'য়েছে।

রাণী। আমরা স্ত্রীলোক; কি জানি কি করতে কি ক'রে মহাপুরুষের কাছে হয়তো অপরাধ করে আস্‌বো? এই জন্যই স্থির করেছি, একদিন মহারাজকে সঙ্গে নিয়ে আমরা মহামুনির আশ্রমে প্রবেশ করব।

(শর্য্যাতির প্রবেশ।)

শর্য্যা। এই যে, রাজ্ঞী এখানে! আমি নানা স্থানে তোমাকে অন্বেষণ কর্‌ছি।

[সহচরীদ্বয়ের প্রস্থান]

রাণী। তুমি ক্লান্ত শরীরে, বিশ্রাম-সুখ-সম্ভোগ কচ্ছিলে ব'লেই এ দাসী তোমার কাছছাড়া হ'য়েছে। প্রভো! কি রমণীয় প্রদেশেই আমাদের সঙ্গে করে এনেছ। শোভা দেখে দর্শনের সাধ আর মিট্‌ছে না। প্রতি পদার্থই যেন নূতন শোভা ধারণ ক'রে আমার নয়নের সম্মুখে নৃত্য কর্‌ছে।

শর্য্যা। দেবি! তুমি স্বয়ং শোভাময়ী, তুমি যেখানে গমন কচ্ছ, যা দর্শন কচ্ছ সকলই তোমার অঙ্গের বায়ু সংস্পর্শে শোভাময় হ'য়ে উঠছে।

রাণী। যে ব্যক্তি হেলায় সিংহ বধ করেন, বাহুবলে পৃথিবীকে কাঁপিয়ে তুলেন, যাঁর পরাক্রম দেখে মানুষ দূরে থা'ক দেবতারাও অবাক, তেমন কঠোর পুরুষের মুখে এমন মধুময়, মোহকর বাক্য কিরূপে বাঁধা হ'য়ে আছে, তা ভেবে স্থির করা যায় না। যাই হ'ক, এখন এস, এই নদীতীরে শিলার উপর বসবে এস।

(উভয়ের উপবেশন।)

শর্য্যা। জীবনে বহু বারই বন ভ্রমণ করেছি; কিন্তু আর কখন এমন অসীম সুখ ভোগ করা ঘটে নাই। দেবি! এবার তুমি সঙ্গে থাকাতেই সকলই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও সম্পূর্ণ সুখময় ব'লে বোধ হচ্ছে।

রাণী। আমার প্রাণে কিন্তু এই পরম সুখের মধ্যেও দুঃখের ছায়া ভেঁসে উঠছে। অসীম আনন্দের মধ্যেও আমার মনের অসুখ জেগে উঠছে।

শর্য্যা। অসুখ কেন? কিসের অসুখ?

রাণী। আমার কন্যা সুকন্যা যৌবনে পদার্পণ ক'রেছে। রূপে গুণে রাজ-নন্দিনীর তুলনা আর দেখা যায় না। তার ভোগের যথার্থ সময় হয়েছে, তুমি আজিও উপযুক্ত পাত্রের হাতে তাকে সমর্পণ কল্লে না। যদি যথা-সময়ে যোগ্য পাত্রে তাকে সমর্পণ করা হ'ত, তা হ'লে স্বামীর সঙ্গে এইরূপ বন ভ্রমণ করে না জানি সে আমাদের চেয়েও কত বেশী আনন্দ ভোগ করতে পারত। এই ভাবনাতেই আমার মন অসুখী হচ্ছে।

শর্য্যা। দেবি! তোমার অসুখের কারণ যথার্থ; আমিও সে জন্য সর্ব্বদা চিন্তা ক'রে থাকি। কিন্তু কি করি, যথোপযুক্ত পাত্র না পেলে এমন রূপবতী গুণবতী কন্যা কিরূপে সম্প্রদান করিতে পারি? রূপরাশি সম্পন্ন নবীন যুবক এবং প্রভূত ঐশ্বর্য্য শালী রাজ-পুত্র না হ'লে এরূপ পাত্রী কখনই সম্প্রদান করা যায় না। চারিদিকেই তার সন্ধান কচ্ছি, কিন্তু কোন স্থানেই মনের মত হচ্ছে না। কাজেই কাল বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে। তা তুমি যখন এজন্য ব্যাকুল হচ্ছ, তখন আমি মনে কচ্ছি, এবার রাজধানীতে ফিরে গিয়েই সুকন্যার বিবাহের যা হয় ব্যবস্থা করবই করব।

রাণী। কিন্তু তুমি যা সঙ্কল্প করেছ তা সবই কত্তে হবে। কার্ত্তিকের মত রূপবান্ বলবান্ আর তোমার মত রাজ্যৈশ্বর্য্যশালী পাত্র হওয়া চাই।

শর্য্যা। তাই তো আমিও সন্ধান কচ্ছি; এখন চল সুকন্যা কোথায়? আজ সমস্ত দিন মা লক্ষ্মীকে দেখিতে পাই নি।

রাণী। বোধ হয় সখীদের সঙ্গে বনে বনে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

(সকলের প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

চ্যবনের আশ্রম।

বল্মীকাচ্ছন্ন চ্যবন আসীন।

(সুকন্যা ও সখীগণের প্রবেশ।)

গীত।

গুঞ্জে অলি চুম্বে ফুল হয়ে দিশাহারা
সোহাগে তুলে বুকে মাধবী সহকার মাতোয়ারা॥
নিকুঞ্জ কাননে, পিককুল কূজনে
ঢালিছে শ্রবণে, নন্দন আনন্দ ধারা।
শোভার ভাণ্ডার, খুলি দশদ্বার,
ছাড়ে অনিবার, প্রাণে সুখের ফোয়ারা॥

১ম সখী। হ'য়েও হল না।

২য় সখী। কি হল না?

১ম সখী। এত শোভা, এত আনন্দ, এত সুখ; কিছুই পূর্ণ হল না।

৩য় সখী। কেন?

১ম সখী। বুঝে দেখ।

৪র্থ সখী। আমি বলব? আমাদের সখী রাজনন্দিনী রূপে গুণে সংসারে সকলের শ্রেষ্ঠ; কিন্তু লক্ষ্মীর পাশে যদি নারায়ণ না থাকেন, শচীর পাশে যদি ইন্দ্র না থাকেন, রতির পাশে যদি মদন না থাকেন, তা হ'লে শোভা-সুখ সব ঠিক হয় কি? চঞ্চলা ঠিকই ব'লেছে যে, হয়েও হ'ল না।

সকলে। ঠিক, ঠিক।

১ম সখী। (সুকন্যার হস্ত ধারণ করিয়া) ঘাড় নিচু ক'রে মুখ টিপে হাস্‌ছ কেন? বল যদি, এই কথা রাজমহিষীকে জানাই।

সুকন্যা। ছি! এমন কথাও কি কখন পিতা মাতাকে জানাতে আছে? বিবাহ ভগবানের ব্যবস্থা মতই হ'য়ে থাকে। তিনি অবশ্যই আমার বিবাহের পাত্র, কাল, ঘটনা সকলই ঠিক ক'রে রেখেছেন। যখন সেই সকল সংযোগ হবে, তখন নিশ্চয়ই বিবাহ ঘট্‌বে। সুতরাং উদ্বেগের কোনই কারণ নাই তো ভাই।

২য় সখী। অতি বিজ্ঞ, পরম তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতের মত কথা গুলো বল্লে বটে; এ রকম ভেবে তুমি নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পার;

কিন্তু আমাদের প্রাণ অমন ধর্ম্মজ্ঞানের উপর নির্ভর ক'রে চুপ ক'রে থাকতে চায় না?

সুকন্যা। তবে এই বনে যা হয় একটা ধ'রে বিয়ে করাই কি তোর মত?

২য় সখী। ছিঃ! কেন? রাজধানীতে গিয়ে পরম সুন্দর নবীন রাজকুমারের সঙ্গে বিয়ে হবে; নৃত্য, গীত, আমোদ, উৎসবে রাজধানী হাস্‌তে থাক্‌বে। দান, ধ্যান, ভোজের সীমা থাক্‌বে না।

৩য় সখী। তুমি সসাগরা ধরার রাজচক্রবর্ত্তীর এক মাত্র কন্যা। তোমার বিবাহে কিরূপ ঘটা হবে তা ভেবেই ঠিক করা যায় না।

সুকন্যা। তা যখন হবে তখন সকলেই দেখ্‌তে পাবি; এখন থেকে সেজন্য এত ভাবনার কোন দরকার দেখ্‌ছিনে।

১ম সখী। তুমি দরকার দেখ বা না দেখ, আমাদের কিন্তু সে কথা মনে হ'লেই আনন্দে প্রাণ নাচতে থাকে। কার্ত্তিকের মত রূপবান্, নারায়ণের মত পরম প্রেমিক স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে তোমার যে অপরূপ শোভা হবে, তা মনে হলেই আমরা আনন্দে মে'তে উঠি। মিলনই নিয়ম। তোমারও তাই আমরা দেখ্‌তে চাই।

গীত।

সখিগণ।—

প্রেমের সংসারে সইলো একা কেউ রয় না, রয়না।
প্রাণে প্রাণ না ঢালিলে ধরায় স্বর্গ হয় না, হয় না॥

১ম সখী। হ'য়েও হল না।

২য় সখী। কি হল না?

১ম সখী। এত শোভা, এত আনন্দ, এত সুখ; কিছুই পূর্ণ হল না।

৩য় সখী। কেন?

১ম সখী। বুঝে দেখ।

৪র্থ সখী। আমি বলব? আমাদের সখী রাজনন্দিনী রূপে গুণে সংসারে সকলের শ্রেষ্ঠ; কিন্তু লক্ষ্মীর পাশে যদি নারায়ণ না থাকেন, শচীর পাশে যদি ইন্দ্র না থাকেন, রতির পাশে যদি মদন না থাকেন, তা হ'লে শোভা-সুখ সব ঠিক হয় কি? চঞ্চলা ঠিকই ব'লেছে যে, হয়েও হ'ল না।

সকলে। ঠিক, ঠিক।

১ম সখী। (সুকন্যার হস্ত ধারণ করিয়া) ঘাড় নিচু ক'রে মুখ টিপে হাস্‌ছ কেন? বল যাদ, এই কথা রাজমহিষীকে জানাই।

সুকন্যা। ছি! এমন কথাও কি কখন পিতা মাতাকে জানাতে আছে? বিবাহ ভগবানের ব্যবস্থা মতই হ'য়ে থাকে। তিনি অবশ্যই আমার বিবাহের পাত্র, কাল, ঘটনা সকলই ঠিক ক'রে রেখেছেন। যখন সেই সকল সংযোগ হবে, তখন নিশ্চয়ই বিবাহ ঘটবে। সুতরাং উদ্বেগের কোনই কারণ নাই তো ভাই।

২য় সখী। অতি বিজ্ঞ, পরম তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতের মত কথা গুলো বল্লে বটে; এ রকম ভেবে তুমি নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পার;

কিন্তু আমাদের প্রাণ অমন ধর্ম্মজ্ঞানের উপর নির্ভর ক'রে চুপ ক'রে থাকতে চায় না?

সুকন্যা। তবে এই বনে যা হয় একটা ধ'রে বিয়ে করাই কি তোর মত?

২য় সখী। ছিঃ! কেন? রাজধানীতে গিয়ে পরম সুন্দর নবীন রাজকুমারের সঙ্গে বিয়ে হবে; নৃত্য, গীত, আমোদ, উৎসবে রাজধানী হাসতে থাকবে। দান, ধ্যান, ভোজের সীমা থাকবে না।

৩য় সখী। তুমি সসাগরা ধরার রাজচক্রবর্ত্তীর এক মাত্র কন্যা। তোমার বিবাহে কিরূপ ঘটা হবে তা ভেবেই ঠিক করা যায় না।

সুকন্যা। তা যখন হবে তখন সকলেই দেখতে পাবি: এখন থেকে সেজন্য এত ভাবনার কোন দরকার দেখছিনে।

১ম সখী। তুমি দরকার দেখ বা না দেখ, আমাদের কিন্তু সে কথা মনে হ'লেই আনন্দে প্রাণ নাচতে থাকে। কার্ত্তিকের মত রূপবান্, নারায়ণের মত পরম প্রেমিক স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে তোমার যে অপরূপ শোভা হবে, তা মনে হলেই আমরা আনন্দে মে'তে উঠি। মিলনই নিয়ম। তোমারও তাই আমরা দেখতে চাই।

গীত।

সখিগণ।—

প্রেমের সংসারে সইলো একা কেউ রয় না, রয়না।
প্রাণে প্রাণ না ঢালিলে ধরায় স্বর্গ হয় না, হয় না॥

প্রাণ কিনিতে, প্রাণ হয় দিতে, দু'প্রাণে না মিলিলে
সুখের ধারা বয়না, বয়না ॥
বিধাতা শাসন, সুখের মিলন, না মানিলে বেঁচে মরা,
তাতো প্রাণে সয়না, সয়না ॥
সাগরে নদী, না বহে যদি, ভাসে কুল, তারে পাতি বুক
কেউ লয়না, লয়না ॥

সুকন্যা। বনে বেড়াতে এসে তোরা এমন সব আনন্দের কথা ভুলে গিয়ে কেন মনগড়া সুখের কথায় সময় নষ্ট কচ্ছিস? দেখ্ দেখি এস্থান কি সুন্দর! চারিদিকে মনোহর বৃক্ষ লতা যেন কে সাজিয়ে রেখেছে. কেমন সুগন্ধময় পুষ্প চারিদিকে ফুটে অপূর্ব্ব শোভা বিলিয়ে দিচ্ছে। ঐ দেখ্ দূরে দলে দলে কেমন ময়ূর-ময়ূরী নৃত্য কচ্ছে। ও দিকে দেখ্ হরিণেরা কেমন নির্ভয়ে খেলা কচ্ছে। শুনেছি এই স্থানেই মহামুনি চ্যবনের আশ্রম। মহাপুরুষের আশ্রম ব'লেই এখানে শান্তি আর আনন্দ অজস্র ধারায় বয়ে যাচ্ছে।

৪র্থ সখী। মহামুনির আশ্রমে এসেছি বটে; কিন্তু ক'দিনের মধ্যে একবারও তাঁর চরণ দর্শন ক'রে চরিতার্থ হওয়া আমাদের অদৃষ্টে ঘটলো না।

সুকন্যা। না ভাই, পিতার সঙ্গ ছাড়া হ'য়ে সেই পরম যোগীর চরণ দর্শন কত্তে আমার সাহস হয় না। আমরা অজ্ঞান অবলা; পদে পদে আমাদের ত্রুটী হওয়া সম্ভব। কি জানি, যদি মহর্ষির নিকট আমরা কোন অপরাধী হ'য়ে পড়ি?

৪র্থ সখী। তা ঠিক কথা; একদিন মহারাজ কি মন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে এসে, দূর থেকে মহর্ষিকে দর্শন আর প্রণাম করে যে'তে হবে। এখন চল, উপবনের আর আর দিকে বেড়াইগে।

২য় সখী। এমন সুন্দর স্থানের মাঝ খানে এটা একটা বিশ্রী মাটীর ঢিপি এখানে কেন?

৩য় সখী। তাই তো! এই সুন্দর স্থানের শোভাকে এই ঢিপিটা একেবারে নষ্ট ক'রে ফেলেছে। এটা এখানে না থাক্‌লেই বেশ হ'ত।

১ম সখী। আমি শুনেছি ঐ রকম ঢিপির মধ্যে সাপ থাকে, ওর বড় কাছে গিয়ে কাজ নাই।

৪র্থ সখী। কিন্তু ভাই ওর মধ্যে দুটো কি চকচকে সামগ্রী দেখা যাচ্ছে।

২য় সখী। কোন মূল্যবান রত্নও হ'তে পারে।

সুকন্যা। আশ্চর্য্য নয়; দাঁড়াও আমি দেখ্‌ছি। হাঁ, কোন মহামূল্য রত্ন ব'লেই বোধ হচ্ছে। আমি চুলের কাঁটা দিয়ে পরীক্ষা করে দেখ্‌ছি (কেশ হইতে কাঁটা বাহির করিয়া চ্যবনের চক্ষুদ্বয় বিদ্ধ করণ)।

চ্যবন। অহো! কি যন্ত্রণা! হত হ'লেম, হত হ'লেম।

সুকন্যা। হায়! কি কর্‌লেম! এ যে মনুষ্যের যন্ত্রণাসূচক ধ্বনি বোধ হচ্ছে। আমি না বুঝ্‌তে পেরে কারও নয়ন বিদ্ধ ক'রে দিয়েছি। আমার কাঁটার গায়ে রক্ত আর জল লেগেছে। হায়! আমি কি কর্‌লেম!

১ম সখী। তাই তো! কি দুষ্কর্ম্মই হ'য়ে গেল। জ্ঞানেই হউক

আর অজ্ঞানেই হউক, আমরা যে কাকেও বিশেষ যন্ত্রণা দিয়েছি তার আর ভুল নাই। এই মাটীর ঢিপির মধ্যে মানুষ আছেন, তা বুঝবার কোন উপায় নাই তো!

৩য় সখী। হে মৃত্তিকা মধ্যস্থ পুরুষ! আমরা না জেনে বিষম অপরাধ ক'রে ফেলেছি। আপনি দেবতাই হন্, মানবই হন্, আর যেই হন্, আমাদের ক্ষমা করুন।

২য় সখী। একি! কোন উত্তর নাই যে!

৪র্থ সখী। ইনি কে? কার কাছে আমরা অপরাধী হ'লেম, তাও তো জান্‌তে পাল্লেম না।

সুকন্যা। যিনিই হন, আমার অপরাধ যে ক্ষমার অতীত, তার আর সন্দেহ নাই। এ অপরাধ কতদূর পর্য্যন্ত কঠোর হ'য়ে প'ড়েছে তা এখন আমরা নির্ণয় কত্তে পাল্লেম না। স্তূপ মধ্যে যিনিই থাকুন, এই অজ্ঞান অবলা, তাঁর কাছে গললগ্নীকৃতবাসে ক্ষমা প্রার্থনা কচ্ছে। যদি জীবন দিয়ে, আজীবন দাসত্ব ক'রেও আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'তে পারে, আমি সন্তুষ্ট মনে তাতেও প্রস্তুত আছি। হে অলক্ষিত মহাপুরুষ! আমি বার বার আপনার চরণোদ্দেশে প্রণাম ক'রে আপাততঃ এস্থান হ'তে প্রস্থান কচ্ছি। আমি মহারাজা শর্য্যাতির তনয়া সুকন্যা। আপনি আমার পাপের অনুরূপ যে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করবেন, স্মরণ করবামাত্রই আমি এসে তা পালন করবো। উদ্দেশে আবার আপনাকে বারবার প্রনাম করি।

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

শিবির।

রাজবৈদ্য ও মন্ত্রী।

মন্ত্রী। দেহের এরূপ পীড়া আমি আর কখনও ভোগ করি নাই। গত দুই দিবসের মধ্যে একবারও মলমূত্র ত্যাগ কত্তে পারিনি। উদর বায়ুতে পরিপূর্ণ হ'য়ে রয়েছে, প্রাণ যেন কণ্ঠাগত। কবিরাজ মহাশয়, সুব্যবস্থা ক'রে আমার জীবন দান করুন।

বৈদ্য। মন্ত্রী মহাশয়, আমি নিজেও ঠিক আপনার মত পীড়ায় যারপর নাই কষ্ট পাচ্ছি। নানারূপ ঔষধ সেবন ক'রেছি, কোন উপকার হয়নি; তথাপি আপনাকে ঔষধ দিচ্ছি; দেখুন, যদি উপকার হয়। আমার বোধ হয়, এই বনের বায়ুতে কোন দোষ ঘটেছে।

(পেটে হাত বুলাইতে বুলাইতে ও উদ্গার তুলিতে তুলিতে মৈত্রেয়ের প্রবেশ।)

মৈত্রে। কবিরাজ মহাশয়! প্রাণ যায়, রক্ষা করুন। দু'দিনের মধ্যে একটু ক্ষীর পর্য্যন্তও গলা দিয়ে নাম্‌ছে না। এমন নিরম্বু উপবাস আমার জীবনে কথনও হয়নি।

বৈদ্য। মৈত্রেয় মহাশয়, আমরাও ঐ রোগে কষ্ট পাচ্ছি। আমরাও মলমূত্র ত্যাগ করতে পারি নাই—বিন্দুমাত্র আহার কর্‌তে পারি নাই; আমাদেরও উদর বায়ুতে পরিপূর্ণ হ'য়ে রয়েছে।

মৈত্রে। আপনারা মলমূত্র ত্যাগ ক'রে থান না থান, তাতে বড় যায় আসে না। ব্রহ্মাণ্ডের লোককে উপবাস ক'রিয়ে বেড়ানই যাদের ব্যবসা, তাদের দু'চার দিন উপোস ক'রে দেথাই ভাল। আমার যে উপবাস কথনও সহ্য হয় না। আপনি আমাকে শীঘ্র এমন একটা ওষুধ দিন, যাতে আমি এই দু'দিনে যা খেতুম, তার চা'র গুণ জিনিস একেবারে খেয়ে ফেলতে পারি।

বৈদ্য। ঔষধ একটা দিচ্ছি। খেয়ে দেখুন, উপকার কতদূর হবে বল্‌তে পারি না।

(ঔষধ প্রদান ও গ্রহণ।)

মৈত্রে। হায়! আমার কি হ'ল? সব প'চে গেল! মন্ত্রী মহাশয়, সর্ব্বনাশ হ'ল! সব প'চে গেল! কবিরাজ মহাশয়, আপনার এ ফাঁকি ঔষধ এথনই থাই না কেন?

বৈদ্য। থাম। (মৈত্রেয়ের ঔষধ সেবন)

মন্ত্রী। কি সর্ব্বনাশ হ'ল? কি প'চে গেল?

মৈত্রে। এক তলো চন্দ্রপুলী রাজমহিষী পাঠিয়েছেন—এক হাঁড়ি ক্ষীরের ছাঁচ রাজকন্যা পাঠিয়েছেন। প'চে গেল গো, সব প'চে গেল। মিষ্টান্ন উদরে গিয়েই পচে; এমন ক'রে বাইরে পড়ে যখন পচ্‌তে লাগ্‌ল, তখন মৈত্রেয় ম'রেছে! হা ব্রাহ্মণি! কেন তোমাকে ছেড়ে এই বনে এসে মরলেম। তুমি যে নিতান্ত বালিকা—সবে তোমার পঞ্চাশ বৎসর বই বয়স নয়—এই অল্প বয়সেই তোমাকে অকালে বিধবা হ'তে হ'ল। মন্ত্রী মহাশয়, দেশে ফিরে গিয়ে ব্রাহ্মণীকে বল্‌বেন, যে মরবার সময় তোমার মৈত্রেয় তোমার কথা বল্‌তে বল্‌তেই ম'রেছে। আর সে ম'রে ভূত হ'য়েও তোমাকে ছেড়ে থাকবে না ব'লে গিয়েছে। কই কবিরাজ মহাশয়, তোমার ওষুধ খেয়ে কিছুই হ'ল না তো?

বৈদ্য। সেই তো চিন্তার বিষয় মশাই, ঔষধে কারও শরীরে ক্রিয়া হচ্ছে না।

(একজন প্রতিহারীর প্রবেশ।)

প্রতি। আপনারা শীঘ্র আসুন। আপনাদের তিন জনকেই মহারাজা স্মরণ কচ্ছেন।

মৈত্রে। আপনারা যান। প্রতিহারি! তুমি মহারাজকে বলো, মৈত্রেয় ম'রেছে—বাস্তবিকই ম'রেছে—নিতান্তই ম'রেছে। আপনারা যান, আমার আর যাওয়া আসার শক্তি নাই। বল্‌বেন মহারাজকে—মরণকালে

মৈত্রেয় তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা কত্তে কত্তে ম'রেছে। আর বল্‌বেন তার দুঃখিনী বিধবা থাকল, স্বামী অভাবে তার বড়ই কষ্ট হবে, সে অভাবটা যেন মহারাজা কোন রকমে সংকুলান ক'রে দেন। আপনারা যান, যতক্ষণ আমার দেহ হ'তে শেষ বায়ু না বেরুবে ততক্ষণ আমি এই খানেই পড়ে থাকি।

মন্ত্রী। অবশ্যই বিশেষ কোন দরকার আছে, তা না হ'লে মহারাজা ডে'কে পাঠাতেন না। আপনি না গেলে চলবে কেন? অসুখ হ'য়েছে, ওষুধ খেলেন—সেরে যাবে। আমাদেরও সকলের অসুখ হয়েছে, সে জন্য এত ভয় কল্লে চলবে কেন?

মৈত্রে। আপনি বুঝ্‌ছেন না মহাশয়। চন্দ্র-সূর্য্য না থাক্‌লেও দিন রাত্রির হতে পারে; জল না থাক্‌লেও শস্য হতে পারে; দেবতারা না থাক্‌লেও সৃষ্টিস্থিতিলয় হতে পারে; কিন্তু আহার না থাক্‌লে মৈত্রেয় বাঁচিতে পারে না। সেই অনাহার ধারাবাহিক চলছে, আর কি রক্ষা আছে?

বৈদ্য। যাই হক মহারাজ যখন ডাক্‌ছেন, তখন কালবিলম্ব না ক'রে আপনার যাওয়াই উচিত। সেখানে গেলে সকল বিষয়েরই সুব্যবস্থা হওয়া সম্ভব।

মৈত্রে। বল্‌ছেন আপনারা,—যাই। কিন্তু আমাকে ধরে নিয়ে যেতে হবে।

মন্ত্রী। তাই হবে। আপনি আমাদের স্কন্ধাশ্রয় করে ধীরে ধীরে চলুন।

(উভয়ের স্কন্ধাশ্রয়ে মৈত্রেয় লম্বমান।)

মন্ত্রী ও বৈদ্য। উহুঁ—অত ভর দেবেন না।

মৈত্রে। সে কথাটী বল্‌বেন না আপনারা। আমার আর মাটীতে পা-টী বাড়াবার সামর্থ্য নাই। এ দেহটা হাওয়া হয়ে গিয়েছে। চলুন—চলুন।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

শিবির সন্নিহিত পথ।

দুইজন ব্রাহ্মণের প্রবেশ।

১ম ব্রা। (উদ্গার তুলিতে তুলিতে) জনার্দ্দন, দেখ দেখি ভাই আমার পেটটা আছে কি না—নিশ্চয়ই ফেটে গিয়েছে। ঘাড় নিচু ক'রে যে দেখ্‌ব সে শক্তি আর আমার নাই।

২য় ব্রা। তোমার তো পেটটেট ঠিকই আছে ভায়া; আমারই নাড়ীভুঁড়ী সব ফুলে ঢোল হয়ে গিয়েছে। দু'দু'দিন মলমূত্র ত্যাগ হয়নি। ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বায়ু এসে পেটের মধ্যে প্রবেশ করেছে।

১ম ব্রা। শুনছি সকল লোকেরই এই দশা ঘটেছে।

২য় ব্রা। আরে লোক কেন হে,—হাতী, ঘোড়া, উঠ প্রভৃতি সকলেই কণ্ঠাগত প্রাণ।

১ম ব্রা। মহারাজা ভূতের রাজ্যে বেড়াতে এসে এবার রাজ্যশুদ্ধ লোকগুলোকে প্রাণে মারলেন দেখ্‌ছি।

(সেনাপতি ও চারিজন সৈনিকের প্রবেশ)

সেনাপতি। কে তোরা? পথ থেকে স'রে যা। আমাদের শরীর বড় কাতর, ঘুরে যেতে পার্‌ব না।

১ম ব্রা। আমাদেরও ঐ দশা। তোমাদের গায়ে শক্তি যথেষ্ট, তোমরা একটু ঘুরে ফিরে যাও, আমাদের এই থানেই থাকিতে দাও।

২য় ব্রা। না হয় তোমার সৈনিকদের বল, আমাদের একটু সরিয়ে দিয়ে যা'ক।

সেনা। কেও ঠাকুর মহাশয় যে! প্রণাম—ঘাড় নিচু করবার ক্ষমতা নাই--বড় কঠিন পীড়া; সৈনিকেরা সকলেই মারা যে'তে বসেছে—আমি তো গিয়েছি বল্লেই হয়। আশীর্ব্বাদ কর্‌বেন, যেন আমরা মলত্যাগ ক'রে জীবন রক্ষা কত্তে পারি।

১ম ব্রা। সেনাপতি মহাশয়, আমাদের আশীর্ব্বাদে কিছু যে হবে তা বোধ হচ্ছে না, আমরাই ও রোগে মরণাপন্ন। এ রাজ্যের সীমা ছাড়িয়ে বেরুতে পাল্লে হয় তো মঙ্গল হ'তে পারে।

২য় ব্রা। তোমার বাহুবল যথেষ্ট, তোমার ভয়ে সকলেই পলাতক হয়, তুমি তলওয়ার নিয়ে তাড়া করলে আমাদের পেটের মলমূত্রগুলো নিশ্চয়ই পালিয়ে যাবে। দোহাই সেনাপতি মহাশয়, তুমি একবার অগ্নিশর্ম্মা হ'য়ে তলওয়ার নিয়ে তাড়া কর।

১ম ব্রা। এ কথা ভায়া ব'লছ মন্দ নয়। সেনাপতি মহাশয় মনে করলে এর একটা প্রতিকার হ'তে পারে; কিন্তু উনি না রাগ্‌লে কোন কাজ হবে না। এস, ওঁকে রাগিয়ে দিই গে।

(উভয় ব্রাহ্মণের অগ্রসর হইয়া সেনাপতির উপর পতন।)

সেনা। ছাড়, ছাড়, পেট ফেটে গেল। (সৈনিকের প্রতি) তোরা দেখ্‌ছিস্ কি? এই বামুন দু'জনকে সরিয়ে দে।

১ম সৈ। কে সরাবে? আমাদেরই কেউ সরালে ভাল হয়।

সেনা। তোমরা সাহায্য ক'রে আমাকে একটু ধরে তুলে দেও।

(সৈনিকগণের অগ্রসর হইয়া সেনাপতি ও ব্রাহ্মণদের উঠাইবার চেষ্টা, সকলের পতন ও উত্থান।)

(সকলের প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

চ্যবনের আশ্রম।

শর্য্যাতি, মন্ত্রী, বৈদ্য, মৈত্রেয় ও প্রতিহারীর প্রবেশ।

(সকলের প্রণাম)

শর্য্যা। ঋষিশ্রেষ্ঠ! আমার সঙ্গের যাবতীয় লোক এবং ভারবাহী পশু প্রভৃতি তাবতেই নিদারুণ পীড়ায় পীড়িত হ'য়েছে —সকলেরই কণ্ঠাগত প্রাণ। এইরূপ সার্ব্বজনীন দুর্গতি দেখেই আমার মনে হ'য়েছিল, যে নিশ্চয়ই আমাদের

পক্ষের কোন না কোন ব্যক্তি মহর্ষির নিকট অপরাধী হ'য়েছে। অনুসন্ধানে জান্‌লেম, আমার তনয়া সুকন্যা, পুণ্য-প্রদীপ্ত মহর্ষির দেহের উপর বড়ই উৎপীড়ন ক'রেছে; কিন্তু দেব! আপনি করুণাসাগর, আর সে অজ্ঞান বালিকা। আপনি কৃপা ক'রে ক্ষমা না কল্লে বহুসংখ্যক প্রাণীর প্রাণান্ত ঘট্‌ছে।

চ্যবন। মহারাজ শর্য্যাতি! আপনি এই বল্মীকরাশি সরিয়ে, আমাকে একবার ধ'রে তুলুন দেখি? দেখুন আগে আমার কি দুর্দ্দশা! তারপর যা হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে।

(রাজা, বৈদ্য, ও মন্ত্রী বল্মীক মোচনে নিযুক্ত।)

মৈত্রে। একবার একবার বোধ হচ্ছে মরেছি, একবার একবার মনে হচ্ছে এখনও আছি। এখন নিশ্চয় বুঝতে পার্‌লেম, যতদূর মরিতে হয় মরেছি। শুধু মরেই ক্ষান্ত হই নি,—ম'রে ভূত হ'য়েছি—ভূতের দেশে এসে বাস কচ্ছি! তা না হ'লে মহারাজা কিনা একটা মাটীর ঢিপিকে প্রণাম করেন! আবার সেই ঢিপিটা কথা কয়! এটাই বোধ হয় ভূতেদের রাজা হবে।

মন্ত্রী। কি ভয়ানক দেহ। বার্দ্ধক্যে পলিত, জরায় জীর্ণ, অনাহারে শীর্ণ, একি ভয়ানক অবস্থা!

রাজা। কতযুগ ধ'রে মহর্ষি তপস্যা-ক্লেশ ভোগ ক'রে আস্‌ছেন; বয়স কত হয়েছে তারই নির্ণয় হওয়া অসম্ভব। এরূপ বৃদ্ধ পুরুষের জীবন কখনই থাক্‌তে পারে না; তবে পরম সাধু পুণ্যশীল মহাপুরুষ ব'লেই শমন সহসা

এখানে অগ্রসর হ'তে সাহস করেন না। ভোগস্পৃহার একান্ত নিগ্রহ, এই জন্যই অনাহার ও শরীরের সম্পূর্ণ যত্নহীনতা; সুতরাং দেহ অস্থি-চর্ম্মাবশেষ মাত্র।

বৈদ্য। সহসা দেখলে মৃতদেহ ব'লেই মনে হয়; বিশেষরূপ পর্য্যবেক্ষণ করলে জীবনের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়।

মৈত্রে। আপনারা যাই অনুভব করুন, আমি প্রথম হ'তেই স্থির ক'রেছি, ইনি কখনই এ লোকের জীব নহেন। নিশ্চয়ই ইনি লোকান্তরের অধিবাসী।

চ্যবন। মহারাজ! আমার দেহের অবস্থা আপনারা সকলেই প্রত্যক্ষ করছেন; সুতরাং সে সম্বন্ধে আমার বলবার কোন কথা নাই। এই একান্ত অকর্ম্মণ্য, নিঃসহায়, যাদশাপন্ন দেহকে চালিয়ে নিয়ে বেড়াবার কোন শক্তি বা উপায় আমার নাই। ভরসার মধ্যে ছিল দু'টি চক্ষু; তাও আপনার তনয়া সুকন্যা বিদ্ধ ক'রে দিয়ে আমাকে সম্পূর্ণরূপে অন্ধ ক'রে ফেলেছেন।

রাজা। মহর্ষি! আমার কন্যা বাল-স্বভাব-সুলভ কৌতূহলের বশবর্ত্তিনী হয়ে যে ঘোরতর দুষ্কর্ম্ম করে ফেলেছেন, আমি তো তার কোন প্রায়শ্চিত্ত দেখছি না। এক্ষণে মহর্ষির ক্ষমা ভিন্ন আমার কি প্রার্থনীয় হতে পারে? আপনি করুণাময়, ধর্ম্মময়, পুণ্যময়, কৃপা ক'রে অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষমা করুন, ইহাই আমার সানুনয় প্রার্থনা।

চ্যবন। আমি তো আপনার দুহিতার অপরাধ ক্ষমাই ক'রেছি। ক্রোধ ধর্ম্মের বড়ই প্রতিকূল; নেত্র-রত্নহীন হয়েও,

আমি ক্রোধের অধীন হই নাই। তা হ'লে তো আমি ক্রোধভরে অভিসম্পাত দ্বারা তখনই রাজনন্দিনীকে— রাজনন্দিনী কেন—আপনাদের সকলকেই ভস্মসাৎ কত্তে পাত্তেম ; আমি তাদৃশ অহিতানুষ্ঠান করি নাই।

মৈত্রে। তবে আমাদের যাবতীয় লোকজন, জীব-জন্তু সকলেরই এ দুর্দ্দশা কেন? এ যদি মহর্ষির ক্রোধের ফল না হয়, তবে এটা কি তাঁর অপার করুণা ব'লে ধরে নিতে হবে?

চ্যবন। আপনারা যে অশেষ কষ্ট পাচ্ছেন, আমার ক্রোধ তার কারণ নয়। নিরপরাধ সর্ব্বত্যাগী ব্যক্তির প্রতি অত্যাচার ক'রেছেন বলে, স্বতঃই আপনাদের এ দুর্গতি উপস্থিত হয়েছে। এ আশ্রমের সীমা ত্যাগ ক'রে চলে গেলেই আপনাদের এ ক্লেশের শেষ হবে। আপনাদের এই সামান্য ক্লেশ অচিরকাল মধ্যেই অবসান হবার উপায় আমি বলে দিলেম ; কিন্তু আপনাদের দ্বারা আমার যে যাবজ্জীবনের অপরিসীম ক্লেশের উদ্ভব হ'ল, তার তো কোন ব্যবস্থাই আপনারা কল্লেন না।

মন্ত্রী। মহাপুরুষের যে অনিষ্ট আমাদের দ্বারা ঘটেছে, তার প্রতিকার অসম্ভব হ'লেও আমরা সাধ্যমত সুব্যবস্থা কত্তে কখনই ত্রুটী করব না। আমি প্রস্তাব করছি, অতঃপর আমাদের নিয়োজিত পরিচারক ব্রাহ্মণাদি নিয়মিতরূপে মহর্ষির পরিচর্য্যা করবে।

চ্যবন। এটা কি রাজ-মন্ত্রীর উপযুক্ত প্রস্তাব হ'ল? আমি স্থবির, অন্ধ, অক্ষম। এই জনহীন অরণ্যে বাস ক'রে

বেতনভোগী লোকে কখন আমার সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজন সাধন কর্‌তে পারে কি? আমার প্রয়োজন অনেক; এক ত আমার এই অক্ষম দেহের সকল প্রকার সেবারই প্রয়োজন। তারপর আমার ধর্ম্ম-কর্ম্মের সকল প্রকার আয়োজনই আবশ্যক। এতে অবিচলিত চিত্তে আন্তরিক অনুরাগের সহিত, এক ব্যক্তিকে দিবারাত্রি ব্যস্ত থাকতে হবে। পরের দ্বারা তা কখন হ'য়ে উঠ্‌তে পারে কি?

রাজা। আপনি সর্ব্বজ্ঞ মহাত্মা। আপনিই এ বিষয়ে সুব্যবস্থা করুন। আপনার কৃত ব্যবস্থা নিতান্ত দুষ্কর হ'লেও, আমি তা সম্পন্ন করব। যদি আমার রাজ্যের সমস্ত আয়, রাজকোষের সকল অর্থ ব্যয় ক'রে, বা আমার ও আমার আশ্রিত তাবৎ লোকের আয়াসে মহর্ষির সহায়তা হয়, আমি প্রতিজ্ঞা করছি—তাই করব।

চ্যবন। সাধু—সাধু! এই জন্যই মহারাজ শর্য্যাতির নাম জগতে এত সমাদর লাভ করেছে। আমি প্রস্তাব করছি, যাঁর দ্বারা আমি নেত্রহীন হ'য়েছি, যিনি আমার এই নিদারুণ দুর্গতির মূল, সেই রাজকন্যা সুকন্যা দেবী একাকিনী আমার এই আশ্রমে বাস ক'রে, যাবজ্জীবন আমার শুশ্রূষা ও পরিচর্য্যা করুন।

শর্য্যা। (স্বগতঃ) অহো কি পরিতাপ! সেই সর্ব্বসুখ সেবিতা, পরম শোভাময়ী, যাবতীয় গুণের অধিষ্ঠাত্রী, যুবতী নন্দিনী একাকিনী এই আশ্রমে বাস ক'রে, এই শক্তি-সামর্থ্য বিহীন, অপ্রিয় দর্শন, গলিত বৃদ্ধের সেবায় জীবন পর্য্যবসিত করবে? কি ভয়ানক ব্যবস্থা!

মন্ত্রী। তাপস শ্রেষ্ঠ! আপনি সর্ব্বদর্শী। আপনাকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করছি, আপনার এ ব্যবস্থাটা সুসঙ্গত হলো কি? সেই কোমলকায়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রাজ-নন্দিনী এখন সুখময় যৌবনে পদার্পণ করেছেন। তাঁর কালোচিত ভোগ-লালসা পরিত্যাগ ক'রে, এই কঠোর কার্য্যের ভার গ্রহণ করা সম্ভবপর কি? যিনি বহু দাসী দ্বারা নিয়ত সেব্যমানা, জনক-জননীর যিনি একমাত্র নয়নানন্দ বিধায়িনী, অশেষ ঐশ্বর্য্য সম্ভোগে যিনি চিরাভ্যস্তা, তাঁর পক্ষে সমস্ত পরিবর্জ্জন ক'রে, এই আশ্রম-বাস সুসঙ্গত কি? আপনি দয়াময়, পরম জ্ঞানী, বিচার ক'রে সুব্যবস্থা করুন।

মৈত্রে। (স্বগতঃ) এটা আবার তপস্বী, পরম জ্ঞানী! মহা-ভণ্ড বেটা, বোধ হয় কিছু টাকা পেলেই ক্ষান্ত হবে। আমি যে অপদার্থ, আমার বুদ্ধি-বিবেচনাও এ পাষণ্ডের চেয়ে অনেক বেশী।

চ্যবন। মন্ত্রী মহাশয়! আমি পূর্ণ ভাবে বিচার না ক'রে কোন কথাই বলি না। আর আমার বাক্য বার বার রূপান্তরিত করবার কখনই প্রয়োজন হয় না। যদি আপনারা শ্রেয়ঃ কামনা করেন, যদি আপনাদের মহারাজ স্বকীয় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে ইচ্ছা না করেন, তা হ'লে আমার প্রস্তাবিত এই ব্যবস্থা পালন করাই আপনাদের পক্ষে কর্ত্তব্য।

বৈদ্য। আমি সবিনয়ে আপনার শ্রীচরণে একটা কথা নিবেদন করছি। আপনি কঠোর হৃদয় তপস্বী হ'লেও পুরুষ।

আপনার শুশ্রূষা ও পরিচর্য্যা করতে হ'লেই রাজনন্দিনীকে আপনার চরণ সেবা, দেহে হস্তাবমর্ষণ, হস্তধারণ প্রভৃতি অশেষ কার্য্য তাঁকে প্রতিনিয়ত সম্পাদন করতে হবে। এতে সেই কুমারী রাজকন্যার ধর্ম্মহানি হবে কিনা আপনিই বিচার করুন। তাঁর কষ্ট এবং নিরতিশয় অসুবিধার কথা বিচার স্থলে না আন্‌লেও, পরপুরুষের সংস্পর্শমাত্রই যে রাজকুমারীর নরকপ্রাপ্তির হেতুভূত হবে, সে বিষয়ে মহামুনি কিরূপ বিচার করবেন, তাই আমি জানতে বাসনা করি।

চ্যবন। কেন? এ বিষয়ের সুব্যবস্থা করতে আপনাদের কোনই অসুবিধা দেখ্‌ছি না। আপনারা স্বচ্ছন্দে সেই রাজনন্দিনীকে পত্নীভাবে আমার হস্তে সম্প্রদান করতে পারেন। তাতে তাঁর ধর্ম্মহানি না হয়ে, বরং গৌরব আরও বর্দ্ধিত হবে এবং তাঁর এই সৎকার্য্যের মাহাত্ম্য চতুর্দ্দিকে ঘোষিত হতে থাক্‌বে। আমার বিবেচনায় আপনাদের পক্ষে এইটীই সুকর্ত্তব্য ব্যবস্থা।

শর্য্যা। মহর্ষি! কৃপা করুন, ক্ষমা করুন, এ অধম দাসকে রক্ষা করুন। অসাধ্য—অসম্ভব আদেশ ক'রে, এ অনুগত ব্যক্তিকে মর্ম্মাহত করবেন না। কোন্ পিতা আপনার সুখময়ী, বিলাসময়ী, ভোগময়ী তনয়াকে এরূপ গলিত ও সামর্থ্যশূন্য পাত্রের হস্তে সম্প্রদান করতে পারে?

চ্যবন। সে কাজ নেই। আমার যা বক্তব্য তা আমি বলে দিয়েছি। আমার বিবেচনায় যা সুসঙ্গত, তদনুরূপ

ব্যবস্থা আমি করে দিলেম। এক্ষণে তা পালন করা না করা আপনার হাত। এ কথা আমি মহারাজকে পুনরায় বলে দিচ্ছি, যদি ঋষি অবমাননার প্রতীকার করতে বাসনা না থাকে, যদি চ্যবনের এই নিদারুণ দুর্গতির কথঞ্চিৎ অপনোদন করতে ইচ্ছা হয়, যদি আপনার কন্যা-কৃত এই ঘোরতর অত্যাচারের কিয়ৎ পরিমাণে প্রায়শ্চিত্ত করা কর্ত্তব্য বলে মনে হয়, তা হলে আমার হস্তে আপনার দুহিতাকে পত্নীভাবে সমর্পণ করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। জানবেন চ্যবনের বাক্যের অন্যথা নাই। চ্যবন যা একবার বিবেচনা করে, চিরদিনই তার অনুসরণ করে। কাকুতি মিনতি, যুক্তি ও তর্ক চ্যবনের মত পরিবর্ত্তন করতে অক্ষম। যান, আমার এক্ষণে সায়ংসন্ধ্যার সময় উপস্থিত। কল্য সায়ংসন্ধ্যার পূর্ব্বে আপনার নিকট হতে আমার প্রস্তাবের সদুত্তর প্রত্যাশা করব। ইচ্ছা হয়—সাহস হয়—ক্ষমতা থাকে আপনি স্বচ্ছন্দে চ্যবনের আদেশ অবহেলা ক'রে প্রস্থান করতে পারেন।

শর্য্যা। অদৃষ্টে কি আছে জানি না—ভবিষ্যৎ চিত্রপটে আমার জন্য কি ব্যবস্থার আলেখ্য অঙ্কিত আছে তা বলতে পারি না। শর্য্যাতি নরপতি হলেও, সামান্য মানবের ন্যায় ঘটনার দাস বই আর কিছুই নয়। জানি না ঘটনা-চক্র আমাকে কিরূপ আবর্ত্তিত ক'রে কোন্ দিকে নিক্ষেপ করবে। যখন সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন মহর্ষির প্রতি আমার করুণাময়ী কন্যার দ্বারা এই

নিদারুণ অত্যাচার সংসাধিত হয়েছে, যখন শান্ত স্বভাব, একান্ত কোমল প্রাণ ঋষির দ্বারা সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপে আমার কন্যার পত্নীভাবে দাসত্ব রূপ কল্পনাতীত ব্যবস্থা হয়েছে, তখন জানিনা, বল্‌তে পারি না, বুঝি না ঘটনা আমাদের এখন কোন্ পথে, কতদূরে নিয়ে যাবে। যা ভগবানের মনে থাকে তাই হউক—শর্য্যাতি নিমিত্ত মাত্র। এস বয়স্য, এস মন্ত্রী, আসুন বৈদ্যরাজ, আমরা প্রস্থান করি। এ সম্বন্ধে চিন্তা বা উদ্বেগ অনাবশ্যক, এক ঘটনার হস্ত হতে অব্যাহতি লাভ ক'রে, পরবর্ত্তী ঘটনার নিমিত্ত ধীরভাবে অপেক্ষা করাই এক্ষণে আমাদের সৎপরামর্শ।

[চ্যবন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।]

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

শিবির-মধ্যস্থ প্রকোষ্ঠ।

সুকন্যা ও রাজ্ঞী।

সুক। মা! আমি যে অন্যায় কার্য্য ক'রেছি, তা ব'লে শেষ করা যায় না। আমি স্বহস্তে মাথার কাঁটা দিয়ে পরম তেজস্বী মহর্ষি চ্যবনের চক্ষু বিদ্ধ করে দিয়েছি। সেই পাপেই আমরা সকলে যার-পর-নাই কষ্ট ভোগ করছি।

কি করলে এ ঘোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, তা আমি ভেবে স্থির করতে পারছি না; কিন্তু এ দুষ্কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত আমাকেই করতে হবে। সে প্রায়শ্চিত্ত যদি নিতান্ত কঠোর, অতিশয় দুষ্কর হয়, তা হলেও আমার পশ্চাৎপদ হওয়া হবে না।

রাজ্ঞী। বাছা! সে জন্য তোমার এত চিন্তার প্রয়োজন নাই। মহারাজ, মন্ত্রী প্রভৃতিকে সঙ্গে নিয়ে স্বয়ং মহর্ষির নিকট গিয়েছেন। কার্য্য নিতান্ত গর্হিত হলেও, তুমি না জেনে না বুঝে তা করে ফেলেছ। মহর্ষি নিতান্ত কঠোর হলেও মহারাজ নিশ্চয়ই তাঁর ক্ষমালাভ না করে ক্ষান্ত হবেন না।

সুক। কিন্তু মা! যদিই সেই করুণাময় মহাপুরুষ পিতার বিনয় বাক্যে পরিতুষ্ট হয়ে আমাদের ক্ষমা করেন, তা হলেও তো আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা আবশ্যক। তিনি নিতান্ত বৃদ্ধ, তাতে আমার সামান্য কৌতূহল হেতু নয়নহীন হলেন। এ অবস্থায় তাঁর যে অপরিসীম যন্ত্রণা, ক্লেশ আর অসুবিধা ঘটল, তার সুব্যবস্থা করতে আমরা বাধ্য। আমার দ্বারাই এ কার্য্য হয়েছে, সুতরাং আমিই সে জন্য দায়ী।

রাজ্ঞী। তুমি তার কি ব্যবস্থা করবে মা! তোমার দ্বারা কোন্ ব্যবস্থা সম্ভব? মহারাজ অবশ্যই সকল বিষয়েরই সুব্যবস্থা করে ফিরে আসবেন। এ জন্য তোমার চিন্তার কোন প্রয়োজন নাই।

সুক। পিতা কি ব্যবস্থা করে ফিরে আসবেন জানি না;

কিন্তু আমার দেহের উপর কঠোর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা ব্যতীত আমার চিত্ত কখন পরিতৃপ্ত হবে না।

(শর্য্যাতির প্রবেশ।)

শর্য্যা। রাজ্ঞি! বড়ই কু সংবাদ। এ সংবাদ তোমাদের নিকট ব্যক্ত করার পূর্ব্বে আমার প্রাণান্ত হলেও ভাল হত। মহর্ষি চ্যবনকে কোন মতেই প্রসন্ন করতে পারলেম না। তিনি আমাদের প্রাণাধিকা সুকন্যাকে একাকিনী পত্নীভাবে তাঁর পরিচর্য্যা করবার আদেশ করেছেন!

সুক। (কর জোড়ে) বড় সুসংবাদ! পিতঃ! আপনার সংবাদ বড়ই শুভ। ধন্য ভগবন্, এ অধম নারীর প্রতি তোমার কৃপার সীমা নাই। যে অভাগী স্বহস্তে ঘোরতর দুষ্ক্রিয়া সম্পন্ন করেছে, তাকে চির নরকস্থ না করে, তুমি তার পরম পুণ্যানুষ্ঠানের সুযোগ করে দিলে, এ তোমার অপারসীম দয়ার পরিচয়।

রাজ্ঞী। মহারাজ! আপনি কি বলছেন? আমার এই সোণার লক্ষ্মী কন্যা পত্নীভাবে সেই ঋষির সেবা করতে করতে এই অরণ্যে একাকিনী কালপাত করবে! কি ভয়ানক! কি অসম্ভব প্রস্তাব।

সুক। কেন মা! আপনি এত বিচলিত হচ্ছেন? কেন আপনি এই শুভ, পরম মঙ্গলময় ব্যবস্থা শুনে এত ভয় পাচ্ছেন? এ কার্য্য অতি শ্রেয়স্কর! মহর্ষি এরূপ আদেশ করে আমাদের প্রতি নিতান্ত কারুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন।

রাজ্ঞী। হবে না, আমরা এ ব্যবস্থা শুনব না। এ আদেশ আমরা পালন করব না। এ বিষয়ে তোমার কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। পিতা-মাতা সন্তানের বিবাহাদির কর্ত্তা। আমরা যা স্থির করব, তাই হবে। এই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী নবীনা যুবতী, এই ঘনারণ্যে সকল ভোগ পরিত্যাগ ক'রে, এক মৃতকল্প বৃদ্ধের দাসী হ'য়ে থাকবে! না— না তা কখনই হবে না!

রাজা। কখনই হবে না; এ বিবাহ অসম্ভব। আমার জীবন থাক্‌তে এ কার্য্য কদাচ ঘটতে দিব না। মহর্ষির নিকট আমরা গুরুতর অপরাধ করেছি সত্য, কিন্তু সে জন্য সম্ভব-অসম্ভব সকল প্রায়শ্চিত্ত করতেই আমি প্রস্তুত আছি। তাঁর জীবনের যাবতীয় সুখ সাধনের আয়োজন করে দিতেই আমি সম্মত। এমন কি, তাঁর প্রসাদনের জন্য অকাতরে জীবন পর্য্যন্ত দিতেও আমি প্রস্তুত। এতে তিনি প্রসন্ন হন, উত্তম; না হন, আমার অদৃষ্টে যা থাকে ঘটুক। আমি অসাধ্য সাধন কখনই করতে পার্‌ব না।

সুক। পিতঃ! আপনার ধর্ম্মজ্ঞান, স্থিরবুদ্ধি, সৎসাহস চিরপ্রসিদ্ধ। তবে আজি আপনি অকারণ কর্ত্তব্য পথ ভুলে এরূপ দুর্ব্বল-হৃদয়তার পরিচয় দিচ্ছেন কেন? আমি মহর্ষির সেবা, করব পত্নীভাবে তাঁর শুশ্রূষা করব, দাসীর ন্যায় তাঁর পরিচর্য্যা করব, এ তো পরম সৌভাগ্যের বিষয়। আপনারা যে ভোগসুখকে প্রধান প্রার্থনীয় বিষয় বলে জ্ঞান কচ্ছেন, আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে

সেটা বড় তুচ্ছ বলেই প্রতীত হচ্ছে। পতিসেবা নারী-জীবনের একমাত্র ধর্ম্ম। আমি নিরন্তর সেই ধর্ম্ম সাধনের সুযোগ প্রাপ্ত হচ্চি, এ কি সামান্য সৌভাগ্য! বিশেষতঃ সে পতি অসামান্য মহাপুরুষ। তিনি দেবতাদেরও পূজনীয়—বরণীয়গণের অগ্রগণ্য। তাঁর পত্নী ব'লে পরিচিত হওয়াই কি কম ভাগ্যের কথা!

শর্য্যা। না বৎসে! তোমার এ সকল যুক্তি আমার মনকে বিগলিত করতে অশক্ত। তুমি চির-সুখ-নিসেবিতা, কিরূপে অতঃপর বল্কলাজিন পরিধান করে, হবিষ্যান্ন বা শাক-মূল ভোজন করে, কুশাসনে বা ভূশয্যার শয়ন করে, এক নিতান্ত বৃদ্ধের সহচরী রূপে কালপাত করবে? এ চিন্তা আমার সকল জ্ঞান-বুদ্ধিকেই বিচলিত করে দিচ্ছে।

রাজ্ঞী। আর বৎসে! মহারাজ আর আমি নিভৃতে বসে তোমার বিবাহের নিমিত্ত কত সুখময় কল্পনাই করে থাকি কত রূপবান্ নবীন রাজ-নন্দনের কথাই আমরা আন্দোলন করি; কিন্তু কেহই আমাদের মনের মত হয় না; কারও রূপ-গুণ আমরা তোমার অনুরূপ ব'লে মনে করি না। সেই তুমি, আমাদের সেই সাধের নন্দিনী এই স্থবিরের হাতে আমরা প্রাণ থাকতে দিতে পারি কি? বাছা, রক্ত-মাংসের শরীর নয়ে যৌবনের প্রবল ভোগ সুখে কেহই নিরস্ত থাকতে পারে না। তুমি যে আজীবন সেই ভোগে বঞ্চিত থাকবে,

তাই বা আমরা কোন্ প্রাণে সহ্য করব? মহারাজ! এ সম্বন্ধে কন্যার অভিপ্রায় জানবার কোনই প্রয়োজন নাই; আপনি যেরূপে পারেন, ঋষিকে প্রকারান্তরে পরিতুষ্ট করুন।

সুক। বাবা, মা, আপনারা কেন আজি এরূপ ভ্রান্ত বুদ্ধির বশবর্ত্তী হচ্চেন? আমি অজ্ঞান বালিকা। আমার কি সাধ্য, আপনাদের বুদ্ধিকে সৎপথ দেখিয়ে দিই। আপনারা ভোগ-সুখকে বড়ই প্রাধান্য দিচ্চেন। ত্যাগই ধর্ম্ম—ভোগ ধর্ম্মের হানি জনক। আমি পতি-দেবতার বশবর্ত্তিনী হয়ে, তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করে, নিতান্ত সুখে পরমানন্দে কালপাত করব। যৌবন যে সকল সুখ মনুষ্য বড়ই সুখের ব'লে জ্ঞান করে, সে সকল নিতান্ত ক্ষণিক, বড়ই অকিঞ্চিৎকর। পশুপক্ষী প্রভৃতি অধম জীবেরা তার অধীন হয়ে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ভুলে থাকে। যে ভাগ্যবতী আপনাদের সন্তানরূপে জীবন লাভ করেছে, সে কি পশু-পক্ষীর মত ক্ষুদ্র ভোগে প্রস্তুত থাকতে পারে? আমি সকাতরে আপনাদের নিকট প্রার্থনা করি, আপনারা ঋষিরাজের আদেশ অবহেলা করবেন না।

শর্য্যা। তুমি ভোগ-সুখে উদাসীন হ'লেও, তোমার এই ভূলোক-দুর্ল্লভ রূপরাশি অনেকের নিরতিশয় লোভজনক হতে পারে। এই গহন বনে তুমি নিঃসহায় থাকবে। মহর্ষি চ্যবন স্বকীয় দেহ রক্ষায় অক্ষম; তোমার রক্ষণাবেক্ষণ বা তোমার বিপদে উদ্ধার

সাধন তাঁর দ্বারা অসম্ভব। তাদৃশ কোন দুর্ঘটনা হলে, পবিত্র সূর্য্যবংশে কলঙ্ক হবে, আমার এই গর্ব্বিত মস্তক অবনত হবে, ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন পুরুষ পরম্পরা নরকস্থ হবেন। বৎসে! এ অসঙ্গত সঙ্কল্প তুমি ত্যাগ কর।

সুক। এ ঘৃণিত কল্পনা আপনি মনেও আন্‌বেন না। আমি যদি ধর্ম্মশীলা, পতিপরায়ণা হই, তা হ'লে আমার ধর্ম্মই আমাকে সকল বিপদ হতে রক্ষা করবেন। সাবিত্রীকে কে বনে সাহায্য করেছিল? জানকীকে কে দশাননের হস্ত হতে রক্ষা করেছিল? যিনি রক্ষা-কর্ত্তা তিনিই আমাকে রক্ষা করবেন। কলঙ্কের আশঙ্কা ক'রে পিতঃ, আমাকে ব্যথিত করবেন না। যদি আপনাদের আশীর্ব্বাদ আমি পরম ধন ব'লে জ্ঞান ক'রে থাকি, যদি পতি-পরায়ণতাই নারী জীবনের সার ধর্ম্ম ব'লে আমি বুঝে থাকি, তা হ'লে পিতঃ, আপনি নিশ্চয় জানবেন, আপনার কন্যার দ্বারা কলঙ্কের ছায়াও কখন আপনাদের কুলকে স্পর্শ করবে না।

রাজ্ঞী। বাছা, তোমার কোন কথাই আমার ভাল লাগছে না। আমার প্রাণ যে কার্য্যে সম্মত নয়, আমি কেমন করে তাতে মত দিব? স্নেহের নিকট যুক্তির কোন অধিকার নাই।

সুক। সত্যই মা, আপনারা স্নেহে অন্ধ হ'য়ে আমার হিতাহিত ভুলে যাচ্চেন। ভেবে দেখুন, আমি সেই মহর্ষির সর্ব্বনাশ করেছি; আমি দাসী ভাবে সেবা করে তাঁর

প্রসন্নতা লাভ করব, এই তো সুসঙ্গত ব্যবস্থা। মনে, করুন, মহর্ষি যদি নিদারুণ ক্রোধের বশবর্ত্তী হয়ে তৎকালে আমাকে নিপাত ক'রে ফেলতেন, তা হ'লে তাও তো আপনাদের সহ্য করতে হতো? তাদৃশ পরিণামের অপেক্ষা বর্ত্তমান ব্যবস্থা আপনাদের অধিকতর বাঞ্ছনীয় হওয়াই উচিত। আপনারা ঋষির চরণতলে আমাকে সমর্পণ না কল্লেও না করতে পারেন, কিন্তু তাতে হয়তো তাঁর ক্রোধানল উদ্দীপ্ত হ'য়ে অশেষ অনর্থের উদ্ভব হতে পারে; সে সকলের অপেক্ষা বর্ত্তমান ব্যবস্থা কি বহুগুণে শ্রেয়স্কর নয়?

শর্য্যা। তুমি যা বল্‌ছ, তা ঠিক। কিন্তু তাই বলে কি তাঁকে প্রসন্ন করবার অন্য উপায় আমরা অন্বেষণ করব না? তিনি যা আজ্ঞা করেছেন, তাই আমাদের মানতেই হবে, এমন শাসন কি আছে?

সুক। আপনাদের কোন উপায়ই সফল হবে না। আমি বুঝছি, ঋষিরাজ যে আদেশ করেছেন, তার আর অন্যথা নাই। আর আমি আপনাদের শ্রীচরণে নিবেদন করছি যে, আপনারা তাঁর সহিত লৌকিক বিবাহ-বন্ধনে আমাকে বদ্ধ করে না দিলেও, আমি সেই মহর্ষিকে যাবজ্জীবন আমার পতি বলেই জ্ঞান করব, উদ্দেশে প্রতি দিন তাঁর চরণে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করব, এবং কল্পনায় তাঁর মূর্ত্তি হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত, করে কায়-মনো-বাক্যে তাঁর সেবা করব।

শর্য্যা। বড় কঠোর সঙ্কল্প। নিতান্ত ভয়াবহ অধ্যবসায়। ভগবন্! এ বিপদে আমাকে উদ্ধার কর। আমাকে বল দেও, বুদ্ধি দেও। মহিষি, নিভৃতে পরামর্শ করে এ বিষয়ের কর্ত্তব্যাবধারণ করব এস। সুকন্যে! মা, তুমি সহচরীদের ডেকে অভিপ্রায় স্থির কর।

(রাজা-রাণীর প্রস্থান।)

সুক। আমার অভিপ্রায় স্থির হয়েই আছে। সেই মহর্ষি চ্যবনই আমার হৃদয়-রাজ্যের দেবতা। লোকে তাঁকে বৃদ্ধ, অন্ধ, সামার্থ্যহীন এবং কুৎসিত বলে বোধ করে; কিন্তু আমার চক্ষে তিনি পরম রূপবান্, পরম শোভাময়, পরম প্রেমময়, পরম শক্তিশালী মহাপুরুষ। ধন্য আমি যে ঘোরতর দুষ্কর্ম্ম করেও, আবার সেই চরণ সেবার অধিকারী হচ্চি।

গীত।

আমার নয়ন প্রভো, হবে লোচন তোমারি,
সাধিবে তব কাজ এ দেহ মম আপনা পাসরি॥
তব সেবা অবিরত, হবে দেব মম ব্রত,
দিনকর ছায়া মত, রবে পাশে তব নারী।
বাক্য শির পাতি লব, আজ্ঞাধীন হয়ে রব,
লুঠাবে চরণে তব, অধম পরাণ আমারি॥

(প্রস্থান।)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

শিবির।

মৈত্রেয় ও পুরোহিত।

মৈত্র। যা নয় তাই। ঐ ঘাটের মরা অস্থি-চর্ম্মাবশেষ বৃদ্ধের সঙ্গে রাজ-কন্যার বিবাহ কখন হতে দেওয়া হবে না। এ কাজ যদি হতে পায় তা হলে আমি মহারাজের সম্মুখে ব্রহ্মহত্যা হব। আমি রাজবংশে চির প্রতিপালিত, পুরুষ পুরুষানুক্রমে আমরা রাজ-অন্ন ভোক্তা। রাজার সঙ্গে আমার অবস্থার অনেক প্রভেদ থাকলেও আমরা অভিন্ন, এক পরিবার বল্লেই হয়। আমি প্রাণপণ করেও সুন্দরী শিরোমণি সুকন্যাকে কখনই সে অধার্ম্মিক পাষণ্ড বৃদ্ধের হাতে দিতে দিব না।

পুরো। আপনি মহর্ষি চ্যবনকে, অধার্ম্মিক, পাষণ্ড প্রভৃতি যে সকল কটূক্তি করছেন, তাতে আপনার প্রত্যবায়-ভাগী হতে হবে।

মৈত্র। কিসের প্রত্যবায় হে? তুমি তো ভারী পুরোহিত দেখছি। সে বেটা ঋষি হয়ে এত লোভের বশ, অস্থ-দন্ত হীন হয়েও সুন্দরী স্ত্রী লাভে তার এত ইচ্ছা, সর্ব্বত্যাগী হয়েও বেটার এখনও সেবা লাভের এত চেষ্টা, সে নরাধম পাষণ্ড নয় তো কি?

পুরো। তা যাই বলুন, আমার কিন্তু অনুমান হয়, নিশ্চয়ই মহর্ষির এ বিষয়ে কোন গভীর অভিসন্ধি আছে। নচেৎ যে মহাপুরুষ অসীম ক্ষমতাশালী, দেবতাদেরও

মাননীয়, তিনি যে অকারণ এরূপ একটা গর্হিত কার্য্য করবেন তাতো কখন বোধ হয় না।

মৈত্রে। রেখে দাও তোমার গভীর অভিসন্ধি। তিনি অসীম ক্ষমতাশালী মহাপুরুষ যদি হন, তা হ'লে ইচ্ছায় যা খুসি কল্লেই করতে পারেন তো। ইচ্ছা কর্‌লে অনায়াসে শরীরের দুর্ব্বলতা দূর করে বলবান্ ক'রে নিতে পারেন, অনায়াসে বার্দ্ধক্য ঘুচিয়ে যৌবন ফিরিয়ে আন্‌তে পারেন, আর স্বচ্ছন্দে অন্ধতা দূর ক'রে উজ্জ্বল চক্ষু ধারণ কত্তে পারেন। আর তাঁর চক্ষু, শক্তি-সামর্থ্য সেবা-শুশ্রূষার প্রয়োজনই বা কি? তিনি যখন পরম জ্ঞানী, মহাযোগী তখন স্বচ্ছন্দে চক্ষু দুটী বুঁজে সমাধিস্থ হয়ে বসে থাকুন না, ফুরিয়ে গেল সকল গোল। সে অবস্থায় ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, তপ-জপ, হোম-যজ্ঞ কিছুই নাই; সুতরাং কোন কার্য্যের বা দ্রব্যের প্রয়োজন নাই। ছিলেন তো তিনি উইনন্দনের ঢিপি হয়ে—তাঁর গায়ের উপর গাছপালা জন্মে গিয়েছিল; কত সাপও হয় তো বাসা করে ছিল। হঠাৎ তিনি সব ভুলে গেলেন, হঠাৎ তাঁর সকল দরকার জেগে উঠল। একেবারে রাজনন্দিনী সেবাদাসী না পেলে আর চললো না। সকলই বেজায় দুষ্ট বুদ্ধি।

পুরো। আপনি যাই ভাবুন মহাশয়, আমার তো এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন গূঢ় অভিপ্রায় আছে বলে মনে হয়।

মৈত্রে। তা তোমার মনে হবে না কেন? রাজ-কন্যার বিবাহ

—তোমার লাভ বিলক্ষণ রকম হবেই হবে। তা ঘাটের মরার সঙ্গেই হউক, আর পথের ভিখারীর সঙ্গেই হউক।

(শর্য্যাতি ও মন্ত্রীর প্রবেশ।)

শর্য্যা। এই যে, পুরোহিত মহাশয় এখানে আছেন দেখছি। আপনি শুনেছেন বোধ হয়, অদ্য গোধূলি লগ্নে আমার কন্যার বিবাহ। আপনি এ বিষয়ে যা কিছু উদ্যোগ আয়োজন কর্‌তে হয়, সে সব প্রস্তুত করুন।

মৈত্রে। কথা বলবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে, আর মনে যৎ-পরোনাস্তি কষ্ট হয়েছে, এই জন্যই বলছি, মহারাজ বিবাহ বলবেন না। রাজ কন্যার মৃত্যু বলুন।

শর্য্যা। কথটা সেইরূপ ভয়ানকই বটে; মনে হলেই হৃৎকম্প হয়; কিন্তু কি করি, এ বিষয়ে আমার আর হাত নাই। সুকন্যা স্বয়ং এ বিবাহের নিতান্ত পক্ষপাতী—প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ; আমি আর কি করব? বিধাতার যা ইচ্ছা তাই হউক। আমি গিয়ে মহর্ষিকে বিবাহ-স্থিরতা জানিয়ে এসেছি। তিনি প্রসন্ন হয়েছেন; সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যাবতীয় লোকের তাবৎ যন্ত্রণা তিরো-হিত হয়েছে। তিনি অদ্য সন্ধ্যাকালে বিবাহের সময় স্থির করে দিয়েছেন।

মৈত্রে। বড় কর্ম্মই করেছেন। এই বিবাহ দিয়ে কন্যাকে বনের মধ্যে বাঘ ভালুকের হাতে ফেলে যাওয়ার অপেক্ষা, তাকে মে'রে ফেলে যাওয়াও অপরামর্শ নয়। আমি বল্‌ছিলেম কি, সে বেটা তো অন্ধ। একটা বিয়ে

নইলে যখন তাঁর চলছে না, তখন আর একটা যে সে মেয়ে নিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলে হয় না? সে তো আর দেখতে পাবে না, বুঝতেও পারবে না।

শর্ম্মিষ্ঠা। অসম্ভব। বয়স্য, কাতর হইও না। ভগবান্ সকল কার্য্যেই শুভ উদ্দেশ্য নিহিত করেন। তোমার প্রস্তাবিত প্রতারণা বড়ই অসঙ্গত—নিতান্ত অসম্ভব। ত্রিকালদর্শী মহর্ষি অবশ্যই আমাদের প্রবঞ্চনা জান্‌তে পারবেন। তখন আমাদের বিপদ আরও গুরুতর হয়ে উঠবে।

মৈত্রে। আমার বুদ্ধি বিবেচনা নিতান্ত অল্প। ভগবান্ আমার পক্ষে অপ্রত্যক্ষ, মহারাজ আমার চক্ষে প্রত্যক্ষ। ভগবানের দয়া আমার পক্ষে অনুমান সাপেক্ষ, মহারাজের কৃপা আমার অস্থি-মজ্জায় সংমিশ্রিত। ভগবানের ভাল-মন্দ কিসে হয় না হয় জানি না, কিন্তু মহারাজের হিতাহিত আমি হৃদয়ঙ্গম কর্‌তে পারি এবং তাঁহার সহিত আমার প্রাণের সম্বন্ধ। রাজকন্যার ইচ্ছা অনিচ্ছা আমি ধরি না; ছেলে মানুষ— তাঁর আবার মতামত কি? মহারাজ যখন এ সম্বন্ধ ইচ্ছা কচ্ছেন, তখন আমার মত সামান্য লোকের কোন কথাই শোভা পায় না। কিন্তু মহারাজ! আমার প্রাণে এ কাজটা যেন শেলের মত বিদ্ধ হয়ে থাকবে।

শর্ম্মিষ্ঠা। তুমি আমার নিতান্ত হিতৈষী, পরম আত্মীয়, একান্ত অভিন্ন হৃদয়; এই জন্যই তুমি এ কার্য্যে ব্যথিত

হচ্চে। বেদনা পাওয়ারই কথা বটে; কিন্তু উপায় নাই। যা হবার হউক, ধীর ভাবে আত্ম-সমর্পণ করাই এ ক্ষেত্রে এক মাত্র কর্ত্তব্য। মন্ত্রী, মহর্ষি চ্যবনের আশ্রমে একখানি পর্ণ-কুটীর নাই; তাঁর অনুমতি নিয়ে একখানি কুটীর প্রস্তুত করার ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া হ'য়েছে কি?

মন্ত্রী। জিজ্ঞাসা করলে, মহর্ষি প্রথমে আপত্তি করে বলেছিলেন, বৃক্ষতলই তাঁর উৎকৃষ্ট বাসস্থান; কুটীর অনাবশ্যক। শেষে অনুমতি দিয়েছেন, একখানি অতি সামান্য কুটীর হলেও ক্ষতি নাই। তাঁর ইচ্ছানুরূপ কুটীর বোধ হয় এতক্ষণে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে।

শর্য্যা। সেনাপতি মহাশয়কে রাজধানী হতে যে সকল সামগ্রী আনবার জন্য লোক পাঠাতে বলেছিলেম, তা পাঠান হয়েছে কি?

মন্ত্রী। লোক পাঠান হয়েছে। বোধ হয় সে সকল সামগ্রীও এতক্ষণ এসেছে।

শর্য্যা। তবে এস সকলে—বিবাহ-কাল নিকটস্থ হয়ে এল—আমরা প্রস্তুত হইগে।

মৈত্রে। চলুন মহারাজ; কিন্তু আমি এখনও বলছি কাজটা ভাল হচ্চে না। বিবাহের পূর্ব্বে আমি আপনাদের সেই মহর্ষি মহাশয়কে এমন এক ধাক্কা মারব, যে সে যেমন পড়বে তেমনই মরবে; তার বিবাহ করার সাধ জন্মের মত ঘুচে যাবে।

শর্য্যা। শুন মৈত্রেয়, এ ব্যাপার অবশ্যম্ভাবী। আমি বেশ

বুঝে দেখেছি, এ ঘটনা অনিবার্য্য। তবে কেন তুমি অদূরদর্শীর ন্যায় কার্য্য করে ব্রহ্মকোপানলে দগ্ধ হবে? এস এখন।

(সকলের প্রস্থান।)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

চ্যবনের আশ্রম।

চ্যবন, সুকন্যা, শর্য্যাতি, রাজ্ঞী, সহচরী, সখীগণ।

চ্যবন। মহারাজ আমাকে কন্যা সম্প্রদান করে, বড়ই বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন; আর যথেষ্ট মানসিক শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। আপনার এ কীর্ত্তি ভূতলে চিরদিন ঘোষিত হবে এবং আপনি দেবতাদেরও সমাদর লাভ করবেন। গত কল্য বিবাহ হয়েছে, এর ই মধ্যে আমি অপনার কন্যার অনেক সদ্‌গুণের পরিচয় পেয়েছি। তিনি নিতান্ত ধর্ম্মশীলা, শান্ত-স্বভাবা এবং কর্ত্তব্য-পরায়ণা। তাঁহার গৌরবে আমিও গৌরবান্বিত হব এবং বোধ হয় মহারাজও অশেষ সম্মান-ভাজন হবেন।

শর্য্যা। সে যা হয় হবে; কিন্তু আপাততঃ আমাদের সেই বস্ত্রালঙ্কার-বিভূষিতা কন্যার এই তপস্বিনী বেশ দেখে, আর সেই সুখ-ভোগ মাত্র নিরতা তনয়ার নিদারুণ

কঠোর জীবনের এই সূত্রপাত অনুমান ক'রে, প্রাণে যে বেদনা উপস্থিত হচ্ছে, তাতে যেন হৃৎপঞ্জর ভগ্ন হয়ে যাবে বোধ হয়। যাই হউক, আমাদিগকে সকলই সহ্য করতে হবে। এ অবস্থায় অকাতরে সমস্ত দশা বিপর্য্যয় সহ্য করা ব্যতীত আর উপায় কি আছে? মহর্ষির আদেশ ক্রমে আমাদের অদ্যই এস্থান হতে বিদায় হতে হচ্ছে; একটী দাসী মাত্রও এ স্থানে রেখে যেতে মহর্ষির আদেশ নাই; কাজেই সুকন্যা একাকিনী মহর্ষির আশ্রয়ে থাকল। বালিকা হয় তো শত অপরাধে মহর্ষির চরণে অপরাধী হবে, তাকে দয়া ক'রে ক্ষমা করতে হবে, এই আমার সানুনয় প্রার্থনা।

চ্যবন। আপনার তনয়া এক্ষণে আমার ধর্ম্ম-পত্নী। তাঁর সহিত আমার সম্পর্ক বোধ হয় এখন নিতান্ত ঘনিষ্ঠ; এ অবস্থায় তাঁর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা সুসঙ্গত, তা বোধ হয় আমি আপনার উপদেশ না পেলেও স্থির করতে পারব। আপনারা বিদায়কালে কন্যার সহিত সুখ-দুঃখের নানা কথা বলবেন বোধ হয়, তা আর আমার শুনবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার কাল উপস্থিত। আমি সেই কার্য্যেই চল্লেম— আমাকে কেহ আসনে বসিতে দিয়ে আসুন।

সুকন্যা। আর কেহ গেলে হবে না। আমার কার্য্য, আমি থাকতে আর কাকেও করতে দিব না।

(চ্যবনের হাত ধরিয়া সুকন্যার প্রস্থান।)

রাজ্ঞী। কি পরিতাপ! রাজ-কন্যার কি ভয়ানক দুর্দ্দশা। মহারাজ! মায়ের প্রাণে এতও কি সয়?

শর্য্যা। মহিষি! না সইলেও সইতে হবে; যে ব্যাপার ভাবলেও প্রাণ আকুল হয়, তাই চখে দেখতে হচ্চে। কিন্তু ধীর ভাবে সহ্য করা আমাদের কার্য্য। জানি না, এ ব্যাপারের মধ্যে ভগবানের কি অভিপ্রায় নিহিত আছে।

(সুকন্যার প্রবেশ।)

রাজ্ঞী। মা, তুমি স্বেচ্ছায় এই শৃঙ্খল পায়ে পরেছ। আশীর্ব্বাদ করি, যেন এ অবস্থাতেও তুমি সুখী হও। নারীর জীবন বড়ই ভয়ানক; সামান্য কারণেই তাতে কলঙ্কের দাগ পড়ে। তোমার স্বামী বৃদ্ধ—অন্ধ; তুমি যুবতী, পরমাসুন্দরী; যৌবনে ইন্দ্রিয়-তাড়না বড়ই প্রবল। তার আক্রমণ অতিক্রম করা সকলের পক্ষেই সুকঠিন। অনেক আয়াসে রমণীর সুনাম বজায় রাখতে হয়। তুমি এ স্থানে নিতান্ত নিঃসহায় থাকলে; মনের বন্ধন সহজেই ছিঁড়ে যেতে পারে, ধর্ম্মের শাসন সহজেই অগ্রাহ্য হতে পারে, দৃঢ়তার বাঁধ সহজেই ভেঙ্গে যেতে পারে; তখন শোচনীয় অধঃপতন—ইহ-কালের পরকালের সর্ব্বনাশ। তোমার মন ঠিক থাকলেও, অন্য চরিত্রহীন পুরুষ হয় ত সুখের মোহকর চিত্র উপস্থিত করে, তোমাকে বিপথে নিয়ে যেতে চেষ্টা করবে। মা, কন্যার কুকীর্ত্তির অপেক্ষা জননীর অধিকতর ক্লেশ আর কিছুই

নাই। তোমার অদৃষ্টে যা ছিল, তা ঘটেছে; সেজন্য আর এক্ষণে চিন্তা অনাবশ্যক। এই করিও মা, তোমার কোন নিন্দার কথা আমাকে যেন শুনতে না হয়।

সুকন্যা। মা, বাক্যে কার্য্যের পরিচয় দেওয়া অসঙ্গত। যে নারী আপনার রূপ-যৌবন-ঐশ্বর্য্য পদ-বিদলিত করে, ভোগ-বাসনা মাত্রই হৃদয় হতে বিসর্জ্জন দিয়ে, কেবল ধর্ম্ম-সাধন আর কর্ত্তব্য-পালন করবার উদ্দেশে স্বেচ্ছায় এই সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছে, তার চরিত্রে কলঙ্কের ছায়াপাতের আশঙ্কা করা নিষ্প্রয়োজন। আপনি জননী—আপনার উপদেশ আমার শিরোধার্য্য। আশীর্ব্বাদ করবেন, যেন আপনার কন্যা ব'লে পরিচয় দিতে আমাকে কখনই কুণ্ঠিত হতে না হয়।

শর্য্যা। বৎসে, আর কোন লোক—অন্ততঃ একজনও সহচরী এখানে থাকে, ইহাও তোমার স্বামীর ইচ্ছা নয়। আমরা এখানে আর একদিনও থাকি, ইহাও তাঁর বাসনা নয়; অগত্যা আমাদের অনিচ্ছায় চলে যেতে হচ্চে। কিন্তু মা, আমাদের মন প্রাণ এখানেই পড়ে থাক্‌ছে। তোমার জননী তোমাকে যা বলেছেন, আমার তা ছাড়া বলবার কিছুই নাই। দেখিও মা, যেন আমার উচ্চ মুণ্ড হেঁট না হয়।

সুকন্যা। পিতঃ! সূর্য্যবংশীয় গৌরবান্বিত মহারাজ শর্য্যাতির কন্যা চিরদিন গৌরবান্বিতা হয়েই থাকবে। আমার বর্ত্তমান অবস্থার জন্য দুঃখ, শোক বা চিন্তা করবেন

না। আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক এই দশায় আত্ম সমর্পণ করেছি। ধার্ম্মিক-চূড়ামণি দেবোপম পতি-দেবতার চরণ সেবায় আমি নিয়ত নিযুক্ত থাকব, পরম সুখময় কর্ত্তব্য বোধে অনন্য মনে তাঁর পরিচর্য্যা করব, প্রতি-নিয়ত তাঁর বিনোদনে একান্ত চিত্ত হয়ে সংসারের সুখ-দুঃখ সকলই ভুলে যাব, অলৌকিক পবিত্র কর্ত্তব্য সাধনের ব্রত গ্রহণ করে, তুচ্ছ, ঘৃণিত, নীচসেব্য ভোগ-সুখ আমি বিস্মৃত হব। পিতঃ! আপনারা যাই ভাবুন, আমি জানি পরমানন্দের পথে পদার্পণ করেছি, অতঃপর অবিশ্রান্ত সন্তোষ, প্রেমময়ী সহচরীর ন্যায় আমার নিত্য সঙ্গিনী হবে।

শর্য্যা। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। আমার বিশ্বাস তোমার এই কীর্ত্তি জগতে অনন্তকাল সমাদৃত হবে। ভগবান্ তোমার সহায় হউন। এস রাজ্ঞি, আমরা এক্ষণে বিদায় হই।

রাজ্ঞী। মা, আমরা এক্ষণে আসি। এই কাননের এক পার্শ্বে কুটীর স্থাপন ক'রে বাস করতে পেলেও আমি থাকতেম; কিন্তু তোমার স্বামীর তা বসনা নয়। কি করি, জীবন এখানে রেখে শূন্য দেহ লয়ে গৃহে ফিরছি। আবার সত্বরই মহারাজকে সঙ্গে লয়ে আমরা এই আশ্রমে আসব; আবার শীঘ্রই তোমার চাঁদ মুখ দেখে, মন-প্রাণ শীতল করব। সুখে থাক,—চিরসুখী হও।

(সুকন্যার প্রণাম ও পদধূলি গ্রহণ।)

১ম সখি। আপনারা অগ্রসর হউন—আমরা এখনই অনুসরণ করব।

(রাজা রাণীর প্রস্থান।)

২য় সখি। আমরা যে কি করে বিদায় গ্রহণ করব, তা বলতে পারি না।

৩য় সখি। প্রিয় সখির এই বেশ যদি সহ্য হয়, তা হলে আরও সব সইবে।

৪র্থ সখি। বলিহারি, বিধাতা তোমারে; তুমি না ঘটাতে পার কি? আমরা কি ভাবলেম্, আর বিধাতা তুমি কি ঘটালে।

সুকন্যা। দুঃখ করো না। আমি এ অবস্থায় বড় সুখী হয়েছি। আবার বাবা-মা যখন আসবেন তখন এস। দেখবে তখন আমি পরমানন্দে আছি। আমার আর সময় নাই। প্রভু সন্ধ্যায় বসেছেন, আমাকে কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। কেঁদো না। আবার দেখা হবে।

(সখিদিগকে আলিঙ্গন। তাহাদিগের প্রণাম। রোদন করিতে করিতে সখিগণের প্রস্থান।)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

চ্যবনের আশ্রম।

সুকন্যা।

সুকন্যা। কি শুভক্ষণেই আমরা বন-ভ্রমণে এসেছিলেম! কি শুভক্ষণেই পিতা আমাকে এমন সর্ব্ব গুণময় স্বামীর হাতে সমর্পণ করেছেন! আমার স্বামীর কোন্ গুণ নাই? তিনি বুদ্ধিতে বৃহস্পতি, জ্ঞানে মৃত্যুঞ্জয়, পবিত্রতায় হুতাশন, ধর্ম্মে জনার্দ্দন। আমার কি সৌভাগ্য, জন্মজন্মান্তরের কি অপরিসীম পুণ্য যে, এমন মহাপুরুষকে স্বামী রূপে লাভ ক'রে তাঁর চরণ সেবার অধিকারিণী হয়েছি। আরও ভাগ্য, যে এই ভাগ্যবতীর পরিচর্য্যায় তিনি পরিতৃপ্ত হয়েছেন। প্রাতঃকাল হতে গভীর নিশায় তাঁর নিদ্রাকাল পর্য্যন্ত প্রতি-নিয়তই তাঁর পরিচর্য্যায় আমাকে নিযুক্ত থাকতে হয়। একটী

১ম সখি। আপনারা অগ্রসর হউন—আমরা এখনই অনুসরণ করব।

(রাজা রাণীর প্রস্থান।)

২য় সখি। আমরা যে কি করে বিদায় গ্রহণ করব, তা বলতে পারি না।

৩য় সখি। প্রিয় সখির এই বেশ যদি সহ্য হয়, তা হলে আরও সব সইবে।

৪র্থ সখি। বলিহারি, বিধাতা তোমারে; তুমি না ঘটাতে পার কি? আমরা কি ভাবলেম্, আর বিধাতা তুমি কি ঘটালে।

সুকন্যা। দুঃখ করো না। আমি এ অবস্থায় বড় সুখী হয়েছি। আবার বাবা-মা যখন আসবেন তখন এস। দেখবে তখন আমি পরমানন্দে আছি। আমার আর সময় নাই। প্রভু সন্ধ্যায় বসেছেন, আমাকে কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। কেঁদো না। আবার দেখা হবে।

(সখিদিগকে আলিঙ্গন। তাহাদিগের প্রণাম। রোদন করিতে করিতে সখিগণের প্রস্থান।)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

চ্যবনের আশ্রম।

সুকন্যা।

সুকন্যা। কি শুভক্ষণেই আমরা বন-ভ্রমণে এসেছিলেম! কি শুভক্ষণেই পিতা আমাকে এমন সর্ব্ব গুণময় স্বামীর হাতে সমর্পণ করেছেন! আমার স্বামীর কোন্ গুণ নাই? তিনি বুদ্ধিতে বৃহস্পতি, জ্ঞানে মৃত্যুঞ্জয়, পবিত্রতায় হুতাশন, ধর্ম্মে জনার্দ্দন। আমার কি সৌভাগ্য, জন্মজন্মান্তরের কি অপরিসীম পুণ্য যে, এমন মহাপুরুষকে স্বামী রূপে লাভ ক'রে তাঁর চরণ সেবার অধিকারিণী হয়েছি। আরও ভাগ্য, যে এই ভাগ্যবতীর পরিচর্য্যায় তিনি পরিতৃপ্ত হয়েছেন। প্রাতঃকাল হতে গভীর নিশায় তাঁর নিদ্রাকাল পর্য্যন্ত প্রতি-নিয়তই তাঁর পরিচর্য্যায় আমাকে নিযুক্ত থাকতে হয়। একটী

মুহূর্ত্তও তাঁর কাছ থেকে স্থানান্তরে গিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারি না। অমনই মনে হয়, আমার অনুপস্থিতিতে না জানি তাঁর কত অসুবিধাই হচ্চে। তাঁর প্রত্যেক কার্য্যই আমার সাহায্য সাপেক্ষ; এর অপেক্ষা সৌভাগ্য নারী-জীবনে আর কি হতে পারে? কি গৌরবের জীবন আমার! তাঁর যৌবন নাই, নয়ন নাই, সামর্থ্য নাই। না-ই থাকল? স্বামী-সেবাই নারীর ব্রত। এই সকল নাই বলেই তো সেই ব্রত পালনের বেশী সুযোগ হয়েছে; থাকলে কি হত? ইন্দ্রিয় সেবা। ধিক্ তাদের—শত ধিক্ যারা নারী-জীবন লাভ করে স্বামীকে কেবল ইন্দ্রিয়-সেবার সাধন বলে জ্ঞান করে। ইন্দ্রিয় সুখের পরিতৃপ্তি? সেতো পশুর অবলম্বনীয়; যারা বেশ্যা, যারা ভোগ-সুখ-মত্ত নরকের কীট, তারাই ইন্দ্রিয় সেবাকে জীবনের প্রধান সুখ বলে জ্ঞান করে। তিনি আমাকে ডাকলেন কি? না। না ডাকুন—তবু তাঁর কাছে যাই। যদিই কোন কাজে ডাকেন। তাঁকে হোমে বসিয়ে আমি অনেকক্ষণ এসেছি। তাঁর কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকাও পরম সুখ।

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

আশ্রমের অপর পার্শ্ব।

চ্যবন আহুতি প্রদানে নিযুক্ত।

চ্যবন। (আহুতি সমাপ্তির পর) পরব্রহ্মন্, আমি গৃহী হয়েছি। সুতরাং আমার গৃহীর ন্যায় কামনা হয়েছে। অন্তর্যামিন্, দয়া করে আমার কামনা পূর্ণ কর।

(সুকন্যার প্রবেশ)

রাজনন্দিনী! এখানে আছ কি?

সুকন্যা। প্রভো! এই যে দাসী চরণ সমীপে উপস্থিত।

চ্যবন। ধন্য তুমি। তোমার এ অধ্যবসায়ের বিরাম নাই, এ পরিশ্রমের ক্লান্তি নাই, এ উপাসনার সমাপ্তি নাই, এ ব্রতের উদ্‌যাপন নাই। তিন মাস অতীত হল, আমার সুকৃতি ফলে তোমাকে আমি সহধর্ম্মিণী রূপে লাভ করেছি। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে একদিনও তোমার ধৈর্য্যচ্যুতি দেখলেম না, একদিনও তোমার শৈথিল্য ঘটল না, একবারও তোমার বিরক্তি জন্মিল না।

সুকন্যা। তিন মাস—তিন মাস কি এতই সুদীর্ঘ কাল প্রভো! অনন্তকাল—জন্ম-জন্মান্তর পর্য্যন্ত চিরদিনই দাসী সমান ভাবে—অবিচলিত চিত্তে প্রভুর পাদপদ্ম সেবা করতে যেন বঞ্চিতা না হয়। সার্থক আমার সাধনা, যে এমন পুণ্য-ব্রত পালনের অধিকারিণী হয়েছি। আশীর্ব্বাদ করুন, কখন যেন এ সুখময় ব্রত হতে

আমাকে বিচ্ছিন্ন হতে না হয়। আমি পুণ্য চাই না, ধর্ম্ম চাই না, স্বর্গ চাই না, আর কোনও সুখ চাই না, চাই কেবল ঐ পরম স্বর্গ স্বরূপ চরণ যুগলের আশ্রয়। প্রভুর কৃপায় তা থাকলেই সকল সুখ সমান থাকবে।

চ্যবন। তোমার ত্যাগে এই সন্তোষ, ক্লেশে এই আনন্দ, অতৃপ্তিতে এই পরিতোষ, এ সকলই অতুলনীয়। জগতে তোমার পূর্ব্বে আরও অনেক পতিপরায়ণা নারীর আবির্ভাব হয়েছে সত্য; কিন্তু তাঁদের কেহই তোমার ন্যায় এরূপ ভোগের আকাঙ্ক্ষা মাত্র মনে স্থান না দিয়েও এমন কর্ত্তব্যশীলতার দৃষ্টান্ত দেখাতে পারেন নাই। ধন্য তুমি! অবশ্যই ভগবান্ তোমার এই সাধুতার যথাযোগ্য পুরস্কার প্রদান করবেন।

সুকন্যা। পুরস্কার! সে কি কথা প্রভো? পুরস্কার কেন দেবেন? ধর্ম্মের পুরস্কার ধর্ম্ম, সতীত্বের পুরস্কার সতীত্ব। যারা সতীত্বের মাহাত্ম্য বুঝে না, যারা ক্ষুদ্র, অতি তুচ্ছ ইন্দ্রিয় ভোগকেই পরম সুখ বলে মনে করে, যারা ঘৃণিত আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তিকেই পরম পদার্থ বলে বোধ করে, তারাই পুরস্কারের ভিখারী। যারা সুখের জন্য দেহ বিক্রয় করে, দেহের জন্য সুখ ক্রয় করে ভোগ-সুখের ব্যবসা করে, তারাই পুরস্কারের প্রার্থী। ভগবন্, আমি পুরস্কারের ভিক্ষা করি না। আমি এমন কোন কর্ম্ম করছি না, যার জন্য ইহত্র বা পরত্র কোন পুরস্কারের প্রয়োজন আছে। মানুষ আহার করে পুরস্কার চায় না, শয়ন করে পুরস্কার চায় না, নিত্য

কর্ম্ম সম্পন্ন করেও পুরস্কার চায় না। ধর্ম্মও সেইরূপ মানুষের অবশ্য কর্ত্তব্য নিত্যকর্ম্ম। তার আবার পুরস্কার কি ?

চ্যবন। তোমার ধর্ম্মজ্ঞান সার্থক। যে মহদ্বংশে তোমার জন্ম হয়েছে, তুমি যে সে বংশ আরও উজ্জ্বল করবে তার সন্দেহ নাই। কিন্তু ভদ্রে! নারীজন্ম লাভ করে স্বভাবতঃ মনে অনেক বাসনার উদ্ভব হয়ে থাকে। তোমার যে তার কিছুই পূরণ হল না, এ জন্য আমি মনে মনে বড়ই ক্লেশ অনুভব করি।

সুকন্যা। শুনুন প্রভু, অনেক ভাগ্যবলে এ মর্ত্ত্যধামে নারীজন্ম লাভ হয়। পুরুষকে অসংখ্য কর্ত্তব্য, অনেক ব্রত-নিয়ম, পূজা-পাঠ, যোগ, তপস্যা, অতিক্রম করে সিদ্ধ হতে হয়। কিন্তু ভাগ্যবতী নারীর একই ব্রত—একই কর্ত্তব্য—একই সাধনা। কেবল স্বামী সেবা—কেবল পতি-পদ-চিন্তাতেই নারীর সকল কর্ত্তব্যের সমাপ্তি। পুরুষকে অপ্রত্যক্ষ কল্পিত অনুপস্থিত অদৃষ্টচর দেবতার—নির্ব্বাক, কঠোর, মাটীর বা পাথরের ঠাকুরের সাধনা করে সদ্গতি লাভ কত্তে হয়; কিন্তু নারীর পতি-দেবতা প্রত্যক্ষ; তিনি কথা কন, সোহাগে মাতিয়ে দেন, আদরে ভাসিয়ে রাখেন। এই জন্যই বলছি, বড় ভাগ্যবলেই নারী জন্ম লাভ হয়; বড় ভাগ্যবলে নারীর সেবায় পতি-দেবতা পরিতুষ্ট হন। বড় ভাগ্যবলেই নারী হাসিতে হাসিতে হেলায় ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ লাভ করে। এরূপ দুর্ল্লভ, সুখময় নারী

জন্ম লাভ করে, এমন আনন্দের অধিকারিণী হয়ে আবার অন্য বাসনা? ধিক্, ক্ষুদ্র, নীচ, হেয় বাসনাকে; যে নারী আপনার ন্যায় মহাপুরুষের সহধর্ম্মিণী তার আবার অন্য বাসনার কল্পনাও কখন কি মনে সমুদিত হতে পারে? না প্রভো! আমার বাসনা ঐ চরণ, আমার গতি ঐ চরণ, আমার মোক্ষ ঐ চরণ। নারায়ণ আমাকে অপরিসীম কৃপা করেই ঐ চরণ তলে নিক্ষেপ করেছেন। যদি আমাকে আরও কৃপার পাত্রী বলে তাঁর মনে হয়, তা হলে এই করুন, যেন শয়নে, স্বপ্নে, ভ্রমে বা পরিহাসে, এক মুহূর্ত্তও আমাকে ঐ চরণাশ্রয় থেকে বঞ্চিত হতে না হয়।

চ্যবন। (স্বগত:) ভগবন্! আমাকে নয়ন দেও, আমাকে বল দেও, আমাকে এই মানবী রূপধারিণী দেবীর উপযুক্ত কর। (প্রকাশ্যে) সুন্দরি! তোমাকে উপদেশ দিবার কোন সাধ্য আমার নাই। আমি আজন্ম কঠোর ব্রত তপস্বী এবং চিরদিন বিশুদ্ধ বুদ্ধি জ্ঞানী বলে বিখ্যাত। কিন্তু তোমার ন্যায় ধর্ম্মবুদ্ধি, কর্ত্তব্যে অচলা ভক্তি, ব্রত পালনে একাগ্রতা ও দৃঢ়তা আমারও নাই। আমি তোমাকে আর কি আশীর্ব্বাদ করব, প্রার্থনা করি, তোমার এই ধর্ম্মবুদ্ধি অক্ষয় হউক, তোমার স্বামী হ'য়ে আমি ধন্য হয়েছি, তোমার পিতা মাতা প্রভৃতিরা জগতে সমাদৃত হউন। অপরাহ্ণ কাল অতীত প্রায়। তুমি এখন পর্য্যন্ত একটু জলও মুখে দেও নাই। আমাদের সকল কষ্ট সহ্য হয়; কিন্তু তোমার

এই অনভ্যস্ত দেহ এরূপ অত্যাচারে অবসন্ন হয়ে পড়বে।

সুকন্যা। কখন অবসন্ন হবে না। প্রভুর সকল কার্য্য শেষ হলে হবিষ্যাদি সমাপ্তির পর, আপনাকে চর্ম্মাসনে শয়ন করিয়ে, আমি আপনার পদসেবা করব। আপনি বিশ্রাম করছেন দেখে, আমি মধ্যাহ্ন স্নান সমাপ্তির পর, আপনার পত্রাবশিষ্ট হবিষ্যান্ন ভোজন করব। এই নিয়মে আমার দেহ চলতে বাধা, অবশ্যই চলবে। এর ব্যতিক্রম এ দেহ দ্বারা যদি ঘটে, তবে তার অবসন্ন হয়ে নিপাত যাওয়াই উচিত। আপনার হবিষ্য প্রস্তুত হয়েছে। আপনি আসুন, হবিষ্য গ্রহণ করুন।

চ্যবন। হাঁ বেলা অনেক হয়েছে। ক্ষুধাও হচ্চে। আমাকে স্থানে লয়ে চল।

সুকন্যা। আসুন।

(চ্যবনের হস্ত ধারণ করিয়া সুকন্যার প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

অরণ্য মধ্যস্থ সরোবর।

সুকন্যা।

সুকন্যা। (স্নানান্তে) বড় দেরি হয়েছে। শীঘ্র যাই। যদি প্রভু এর মধ্যে আমাকে খুঁজে থাকেন! না, বোধ

হয় এখনও তিনি বিশ্রামে আছেন। যাই হউক, শীঘ্র যাই।

(অশ্বিনী কুমারদ্বয়ের প্রবেশ।)

১ অশ্বি। ভ্রাতঃ! দেখ দেখ, এ প্রদেশের নৈসর্গিক শোভা শত গুণে সংবর্দ্ধিত ক'রে কি আশ্চর্য্য অলৌকিক সজীব রূপের ফুয়ারা ফুটে উঠেছে দেখ।

২ অশ্বি। আহা কি দেখলেম! স্বর্গ-মর্ত্ত-রসাতলে কুত্রাপি এমন শোভার ভাণ্ডার আর নয়ন গোচর হয় নাই। চক্ষু আর কোন দিকে ফিরতে চায় না।

১ম অঃ। এ সুন্দরী দেবী কি মানবী?

২য় অঃ। যাই হউন, এই বেশে একে মানিয়েছে ভাল। বোধ হয় মণিমুক্তা বস্ত্রালঙ্কার এ শ্রীর সহায়তা করতে অশক্ত হয়ে, আপনাদের হীনতা জনিত লজ্জায় এ স্থান থেকে প্রস্থান করেছে।

১ অশ্বি। বোধ হয় কোন তাপস তনয়া। এস নিকটে গিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করি। (উভয়ে অগ্রসর হইয়া।) সুন্দরি! তুমি কে?

সুকন্যা। (স্বগতঃ) এত দিন এই তপোবনে বাস করছি, কিন্তু কখন কোন পর-পুরুষের সম্মুখে পড়তে হয় নি। এ প্রদেশে জনমানব আগমনের সম্ভাবনা নেই জেনে নিশ্চিন্ত মনেই স্নানাদি কার্য্যের নিমিত্ত সরোবরে এসে থাকি। বড়ই দুর্ভাগ্য, আজ আমাকে পর পুরুষের সম্মুখে পড়তে হল—আবার কথা কইতেও হবে। কে এঁরা?

২য় অশ্বি। কে তুমি, সংসারের সকল শোভা হরণ করে, একাকিনী এই বিজন বনে লুকিয়ে আছ?

সুকন্যা। আমি রাজা শর্য্যাতির কন্যা। আমার নাম সুকন্যা।

১ম অশ্বি। ওহো সূর্য্যবংশীয় রাজা শর্য্যাতির তনয়া। রত্নাকর না হলে, এ রত্নের উদ্ভব আর কোথায় সম্ভবে!

২য় অশ্বি। শর্য্যাতি-নন্দিনি, এ রূপরাশি নিয়ে এ ঘনারণ্যে লুকিয়ে কেন?

১ম অশ্বি। আর এ বেশই বা কেন? সুন্দরি! তোমার এ অলোক-সামান্য রূপরাশি দেবতাদেরও লোভের সামগ্রী। আমরা দেবতা—অশ্বিনীকুমার নামে পরিচিত—দেব-বৈদ্য রূপে দেবলোকে বাস করি।

২য় অশ্বি। আমরা দুই ভাই তোমার দেব-দুর্লভ শোভা দর্শনে নিতান্ত বিমোহিত হয়েছি। কিন্তু সুন্দরি! আমরা সেজন্য সুন্দ উপসুন্দের মত বিসংবাদ করব না। তুমি কৃপা ক'রে, আমাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা, তাকেই বরণ করে চরিতার্থ কর।

১ম অশ্বি। এ বিষয়ে তোমার পিতার কোনই অমত হওয়ার সম্ভাবনা নাই; দেবতার সহিত সম্বন্ধে মানব নরপতির গৌরবই হবে।

২য় অশ্বি। গন্ধর্ব্ব-বিধানে বিবাহও শাস্ত্রানুমোদিত।

১ম অশ্বি। এক্ষণে সুন্দরি-শিরোমণি, তুমি আমাদের দুজনের যাকে মনোনীত হয়, বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ ক'রে পরম সুখী কর। চুপ করে রইলে কেন?

সুকন্যা। (অধোমুখে) আমি কুমারী নহি।

১ম অশ্বি। তোমার বিবাহ হয়েছে? অহো! কি পরিতাপ!

২য় অশ্বি। কোন্ ভাগ্যবান্ মহাত্মা তোমার পাণিগ্রহণ করে ধন্য হয়েছেন?

সুকন্যা। মহর্ষি চ্যবন আমার স্বামী।

১ম অশ্বি। কি! মহর্ষি চ্যবন! সেই গলিত জীর্ণ বৃদ্ধ, এই লোক-ললাম-ভূতা সুন্দরীর স্বামী! হা বিধাতঃ! তোমার এ কি ব্যবস্থা?

২য় অশ্বি। অন্যায় ব্যবস্থা। এ কখনই হতে পারে না। সেই জরাজীর্ণ, অক্ষম, মৃতকল্প পুরুষ, এই নবীনা শোভা-ময়ীর স্বামী বলে কখনই পরিগৃহীত হতে পারেন না। রাজা শর্য্যাতি বড়ই অবিবেচনার কার্য্য করেছেন। সুন্দরি! তুমি প্রাপ্ত-বয়স্কা ও স্বাধীনা। আমরা তোমাকে অনুরোধ করছি, তুমি এখনই সে স্বামীকে পরিত্যাগ ক'রে, আমাদের একজনকে স্বামিত্বে বরণ কর।

১ম অশ্বি। তোমার এই নবীন বয়স, এই অসীম রূপ। ভোগ-সুখে বঞ্চিত হয়ে, এরূপ ভাবে বৃথা জীবনপাত করা তোমার পক্ষে কখনই উচিত নয়। তুমি সে স্বামী ত্যাগ করে আমাদের একজনকে স্বামীরূপে গ্রহণ করলে, কেহই তোমাকে নিন্দা করবে না; কেহই তোমাকে দোষী করতে পারবে না।

সুকন্যা। আপনারা যে সকল কথা বলছেন, তা কাণে শুনলেও সতী নারীর পাপ হয়। ছিঃ! আপনারা দেবতা;

আমি আপনাদের প্রণাম করি (প্রণাম)। আপনারা এ সকল কুৎসিত কথা আর বলবেন না।

১ম অশ্বি। কেন বলব না? এই নবযুবতী সেই অসমর্থ বৃদ্ধের সেবায় কালপাত করবে? এ অব্যবস্থা আমরা কখনই থাকতে দিব না।

২য় অশ্বি। মাধবীলতা সহকারেই শোভা পায়, কমলিনী সূর্য্য-কিরণেই প্রস্ফুটিত হয়, মেঘোল্লাসেই ময়ূরী নৃত্য করে। যার যা, তাকে তাই দিতে হয়; তা হলেই তার পূর্ণ পরিতৃপ্তি ও সম্পূর্ণতা হয়ে থাকে। সুন্দরি! তোমার এ দারুণ দুর্দ্দশা অবশ্যই অপনোদিত করতে হবে। তুমি দয়া করে আমাদের একজনকে বরণ কর।

সুকন্যা। কদাপি না। আপনারা দেবতা; ধর্ম্মের বৃদ্ধি সাধনই আপনাদের কর্ত্তব্য। এরূপ অধর্ম্মজনক পাপ কথা আর আপনারা মুখেও আনবেন না। এক্ষণে পথ ছাড়ুন, আমি প্রস্থান করি। আমার বৃদ্ধ স্বামী হয়ত এতক্ষণে আমার জন্য কতই অসুবিধা ভোগ কচ্চেন।

১ম অশ্বি। তোমার কথা আমরা শুনব না। ছলে হউক, বলে হউক, পাপে হউক, পুণ্যে হউক আমরা কখনই তোমাকে সেই জরাজীর্ণ স্বামীর সেবায় জীবনপাত করতে দেব না।

সুকন্যা। কখন পারবেন না। আমার সতীত্ব ধ্বংস করে, কার এমন সাধ্য? আপনারা দুইজন দেবতা। স্বর্গের

সমস্ত দেব-মণ্ডলী একত্র হয়ে এলেও, চ্যবন-প্রিয়া সুকন্যার ধর্ম্ম-ধনের বিন্দুমাত্র অপচয় করতে পারবেন না। আমি অবলা হলেও, ধর্ম্মের প্রতি আমার অবিচলিত বিশ্বাস আছে। ধর্ম্মই ধর্ম্মের রক্ষক। ইন্দ্রের বজ্র, নারায়ণের সুদর্শন, মহাদেবের ত্রিশূল, কিছুই আমাকে আমার কর্ত্তব্য-পথ থেকে এক তিলও বিচলিত করতে পারবে না।

২য় অশ্বি। তোমার ধর্ম্মানুরাগ প্রশংসনীয় এবং তোমার তেজস্বিতা আদর-যোগ্য। আমরা তোমার ব্যবহারে বিশেষ প্রীত হয়েছি। কিন্তু আমাদের বাক্য অন্যথা হবার নয়। আমরা বলেছি, তোমার এ দুর্দ্দশা অবশ্যই অপনোদন করতে হবে; সে বাক্য অখণ্ডনীয়। জান, আমরা দেবতা এবং চিকিৎসক? আমরা ইচ্ছা করলে নিশ্চয়ই তোমার স্বামীকে আমাদের ন্যায় রূপবান্, আমাদের ন্যায় যৌবন-শ্রী-সম্পন্ন করে দিতে পারি।

সুকন্যা। তা আপনারা নিশ্চয়ই পারেন। কিন্তু আপনাদের তাদৃশ দয়ালাভে আমার অধিকার কি?

১ম অশ্বি। তোমার ব্যবহারে—তোমার সতীত্বের দৃঢ়তায় বিমোহিত হয়ে, আমরা তোমার সেই উপকার করব সংকল্প করেছি। তোমার স্বামী অবিকল আমাদের ন্যায় রূপ-যৌবন-সম্পন্ন হবেন। কিন্তু সে সম্বন্ধে এক নিয়ম থাকবে; তোমার স্বামী ও আমরা দুই জন, সমান রূপ ধারণ ক'রে এক স্থানে দণ্ডায়মান থাকব। এই তিনের মধ্য হতে তোমাকে তোমার স্বামী নির্ণয়

করতে হবে। যদি স্বামী ভ্রমে তুমি আমাদের এক জনের হস্ত ধারণ কর, তা হ'লে যার হাত ধরবে তোমাকে তারই হতে হবে।

সুকন্যা। (স্বগত) বড় বিষম পণ। সহস্র রূপান্তরিত হ'লেও, আপনার স্বামীকে সতী নারী চিনতে পারবে না, এ কথা অসম্ভব। স্বামীর আকার-প্রকারের পরিবর্তন হলেই যদি পতি-গত-প্রাণা পত্নী তাঁকে চিনতে না পারে, তা হ'লে সে নারীর সতীত্বের আর মর্যাদা কি? এ কাজ যে পারব, সে বিষয়ে আমার কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু স্বামী-দেবতার অনুমতি ভিন্ন এ প্রস্তাবে সম্মত হতে আমার তো অধিকার নাই। (প্রকাশ্যে) দেব! আপনারা দয়া করে যে প্রস্তাব করেছেন, তদ্বিষয়ে কোন মতামত ব্যক্ত করতে আমার কোনই ক্ষমতা নাই। আমার পতি-দেবতার অনুমতি ভিন্ন আমি কিছুই বলতে পারছি না। আপনারা কৃপা করে যদি কিয়ৎকাল এই স্থানে অপেক্ষা করেন, তা হলে আমি তাঁর অভিপ্রায় জেনে এসে, কর্তব্য নিবেদন করব।

২য় অশ্বি। বেশ কথা। আমরা তোমাকে সুদীর্ঘ সময় দিচ্ছি। এক প্রহর কাল আমরা এ স্থানে অপেক্ষা করব। যদি এর মধ্যে তুমি ফিরে না এস, তা হ'লে আমরা বুঝব, তুমি প্রতারণা ক'রে পালিয়ে গেছ; আর বুঝব, তোমার সতীত্বের গর্ব্ব কেবল মৌখিক মাত্র— তুমি স্বামীর রূপ-যৌবন চাও না; তোমার ইচ্ছা,

স্বামী ঐরূপ মৃতকল্প অবস্থায় থাকলে স্বেচ্ছামত বিহারের ও পরপুরুষ সংসর্গে রঙ্গে কালপাতের বেশ সুযোগ থাকবে।

সুকন্যা। কঠিন কথা কাকেও বলা উচিত নয়। আপনারা যাই বলুন, বা যাই ভাবুন, জানবেন আমি আমার কর্ত্তব্য-পথ থেকে একটুও ভ্রষ্ট হব না। যদি আমার স্বামী আমাকে আপনাদের সম্মুখে আর আসতে নিষেধ করেন, তা হ'লে আমি কিছুতেই আসব না। নচেৎ উপস্থিত প্রস্তাবে তাঁর সম্মতি—অসম্মতি যাই হউক, তা আমি নিশ্চয়ই এসে আপনাদের নিকট নিবেদন করে যাব। এক্ষণে বিদায় হই।

১ম অশ্বি। এস; মনে থাকে যেন, তোমার অপেক্ষায় আমরা এখানে বসে রইলেম। [সুকন্যার প্রস্থান।]

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

চ্যবনের আশ্রম।

চ্যবন আসীন।

চ্যবন। রাজ-নন্দিনি, সুকন্যে! কোথায় তুমি? তুমি চ্যবনের নয়ন, জীবন, সকলই। এক মুহূর্ত্ত তোমা[illegible] সাহায্য ভিন্ন আমার কোন কার্য্যই চলে না। তুমি তো ছায়ার ন্যায় নিয়ত আমার সঙ্গেই থাক, তবে আজি কোথায় তুমি? বোধ হয় প্রিয়া স্নানে গিয়ে

ছেন। এখনও মুখে অন্নজল কিছুই দেন নি। জানি না, স্নানে কেন এত বিলম্ব ঘটছে। কোন বিপদ ঘটলো কি? বিচিত্র তো নয়। কি হবে? তা হ'লে কি ক'রে তাঁর সাহায্য করব? আমার দ্বারা কোন উপায় হওয়াই সম্ভব নয় তো।

(সুকন্যার প্রবেশ।)

সুকন্যা। আমি আপনার খড়ম, মুখ ধোবার জল নিয়ে এসেছি। আপনি অনেকক্ষণ বিশ্রাম ত্যাগ করেছেন কি? আমি বড় বিপদে পড়েছিলেম; তাতেই স্নান ক'রে ফিরে আসতে এত বিলম্ব হয়েছে।

চ্যবন। বিপদ! কি বিপদ?

সুকন্যা। স্নানান্তে আমি সরোবর-তীরে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সম্মুখে পড়েছিলেম। তাঁরা আমার নিকট নিতান্ত ঘৃণাজনক প্রস্তাব করেছিলেন। শেষে আমার মনের ভাব বুঝতে পে'রে, তাঁরা আপনাকে রূপ-যৌবন প্রদান করবেন স্বীকার করেছেন। মনে করলে তাঁরা সকলই পারেন।

চ্যবন। বড় সুসংবাদ! বল কি, এমন শুভদিন কি কখন হবে?

সুকন্যা। কিন্তু এ সম্বন্ধে তাঁরা এক কঠোর নিয়ম করেছেন। আপনার রূপ অবিকল তাঁদের মত হবে; তাঁরা আর আপনি একস্থানে থাকবেন; আমাকে তিন জনের মধ্য থেকে মহর্ষিকে চিনে নিতে হবে।

চ্যবন। বড় কঠিন পণ; কিন্তু তুমি কি তিনের মধ্য হ'তে আমাকে নির্ব্বাচন করতে পারবে না?

সুকন্যা। নিশ্চয়ই পারব; রূপের বা বেশের পরিবর্ত্তন, কখনই

পতি-গত-প্রাণা নারীর চক্ষু হ'তে, স্বামীকে প্রচ্ছন্ন রাখতে পারে না। আমি অনায়াসে তিনজনের মধ্য হ'তে আপনাকে নির্ব্বাচন করতে পারব, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। আপনার আজ্ঞা পেলেই তাঁদের ডেকে আনতে পারি। তাঁরা সরোবর-সমীপে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

চ্যবন। তবে আর ইতস্ততঃ কেন? তুমি এখনই যাও; তাঁদের আদর ক'রে আশ্রমে নিয়ে এস। আহা! কি শুভ সংঘটন! কি আনন্দময়ী আশা! দৈবানুগ্রহে আবার নয়ন হবে, রূপ হবে, যৌবন হবে! এই নবীনা সুন্দরী বনিতাকে চক্ষেও দেখতে পাই না। কলকণ্ঠ-ধ্বনি শুনে মন-প্রাণ পুলকিত হয়; সাবধানতা ও সদ্ব্যবহার অনুমান করে, হৃদয় প্রেমে আর্দ্র হয়; কোমলতা অনুভব ক'রে অন্তর-প্রদেশ উৎফুল্ল হয়; অথচ আমার অন্ধ নয়ন একবারও এ শোভাময়ীকে দেখতে দেয় না। দৈবানুগ্রহে এরূপ অসম্ভব কাণ্ড ঘটলে রাজনন্দিনীও সুখী হবেন—তাঁর সকল কষ্ট বিদূরিত হবে। তাঁর পূর্ণ-যৌবন—ভোগতৃষ্ণা, আকাঙ্ক্ষা, মনোবৃত্তির উত্তেজনা সকলই আছে; নাই কেবল বিন্দুমাত্র পরিতৃপ্তি।

সুকন্যা। যদি অশ্বিনীকুমারদের কৃপায় আপনার রূপ-যৌবন ফিরে আসে, তা হ'লে বড় সুখেরই বিষয় হবে। এখনও আপনার অনেক সাধ আছে, এখনও এই অধীনা দাসীর সহিত লৌকিক আমোদ-প্রমোদ করতে

আপনার বাসনা আছে। আমার পরিতৃপ্তির জন্য চিন্তা করবেন না; কেন না, আমার সে সকল প্রবৃত্তি পূর্ণ ভাবেই পরিতৃপ্ত হয়ে আছে। জগতের চক্ষে আপনি রূপ-হীন, লোচন-বিহীন, অসমর্থ বৃদ্ধ হলেও আমার চক্ষু আপনাকে অন্যরূপ দেখে থাকে। আমি দেখি, সংসারের যত শোভা, বিশ্বের যত রূপ একত্র হয়ে আপনাকেই আশ্রয় করেছে। আর ভোগের কথা! আমি আপনাকে যেরূপ ভোগ করি, নারীজন্ম লাভ ক'রে কোন ভাগ্যবতীই বোধ হয় আপনার স্বামীকে এত ভোগ করতে পান না। আপনার আহার, বিশ্রাম, নিত্যকর্ম্ম, দৈবকর্ম্ম সকলই সম্পূর্ণরূপে আমার সাপেক্ষ। এর অপেক্ষা ভোগ আর কি আছে? যে পত্নীর সাহায্য ব্যতীত স্বামী পদ-প্রক্ষেপও করেন না, তারই তো যথার্থ স্বামী ভোগ। আর একটা লৌকিক ভোগ আছে; সাধারণ মনুষ্যেরা সেটার উপর বড়ই প্রাধান্য স্থাপন করে বটে। তাই কি আমার কম! আমার অন্তরাত্মায় আপনার প্রেমময় মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ক'রে আমি অবিরত রমণ করছি। অহো! কি তৃপ্তি! কি অলৌকিক আনন্দ!

চ্যবন। তা যাই হক, তুমি আর বিলম্ব ক'রে তাঁদের অকারণ অপেক্ষিত রেখো না; এখনই গিয়ে তাঁদের সঙ্গে করে নিয়ে এস।

সুকন্যা। যে আজ্ঞা, আপনার আদেশ ক্রমে আমি দেবতাদের আহ্বান করতে চল্লেম। (সুকন্যার প্রস্থান।)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

চ্যবনের আশ্রম।

সুকন্যা।

সুকন্যা। অশ্বিনীকুমারদের সঙ্গে আমার স্বামী-দেবতা স্নান করতে গিয়েছেন। স্নানের পরেই তাঁরা তিন জনে সমান মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হবেন। আমাকে আমার দেবতা চিনে নিতে হবে। এইবার বিষম পরীক্ষা! যদি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হয়ে অশ্বিনীকুমারদের এক-জনের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে ফেলি, তা হ'লে তুষানলে প্রাণত্যাগ করব; এ ঘৃণিত কলঙ্কিত জীবন তখনই শেষ করব। কিন্তু তা হবে কেন? এ প্রকার ভ্রম হ'তে দেব কেন? আমার স্বামী-ভক্তি, আমার সতীত্ব কি এতই শিথিল যে, এ সম্বন্ধে আমার ভ্রম হবে! কখনই না। আকার-প্রকার, রূপ-স্বর, বেশ-ভূষা সব

বদলালেও আমার স্বামী, আমারই স্বামী থাকবেন। তাঁকে আমি চিনতে পারব না? এরূপ আশঙ্কা মনে কল্লেও পাপ হয়। স্বামীর দেহের বাতাস গায়ে লাগলে আপনিই প্রাণ নেচে উঠবে, পতির চরণ দেখ্‌লেই মন বিহ্বল হয়ে যেতে উঠবে, হৃদয়-দেবতার দেহের গন্ধ নাসিকায় প্রবেশ করলেই আপনিই হৃদয় উন্মুক্ত হয়ে তাঁর জন্য আসন পেতে দেবে। তা যার না হয় সে তো কুলটা। মা জগদম্বে! তুমি সতীশিরোমণি। পতির মাহাত্ম্য তুমিই জান মা; তোমার চরণে যে নারীর মতি থাকে সেই সতী হয়ে ধন্যা হয়। মা, মা! আমায় এ বিপদে রক্ষা কর। তোমার কৃপায় আমার যেন যথাসময়ে ভ্রম না হয়। না না—দেবসাহায্য নিয়ে স্বামী চিনতে হবে? ছিঃ! ছিঃ! কি লজ্জা! আপনার ক্ষমতায় আপনার স্বামী চিন্‌তে পারব না? ধিক আমাকে!

(আকাশে আলোক ও দেবীর আবির্ভাব।)

ওকি! নভোমণ্ডল এমন উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল কেন? আকাশ-পটে ও কার মূর্ত্তি? ও যে আদ্যাশক্তি জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হয়েছেন। (গললগ্নীকৃতবাসে প্রণাম।) মা, মা, বড় পুণ্য-ফলেই তোমাকে দেখতে পাওয়া যায়। তোমার এই দুঃখিনী কন্যা আজি বড় উৎকণ্ঠিতা আছে; এজন্য তোমার যেরূপ স্তব-স্তুতি—পূজার্চ্চনার প্রয়োজন, আমার দ্বারা তার কিছুই সম্পন্ন হয়ে উঠবে না। দর্শন দিয়ে

তনয়াকে চরিতার্থ করেছ, এক্ষণে কৃপা করে এ অধম সেবিকার অপরাধ ক্ষমা কর।

দেবী। (শূন্য হইতে) বৎসে! তোমার উৎকণ্ঠার কোনই প্রয়োজন নাই। তোমার ন্যায় সতী, পতি-পরায়ণা নারী ভূমণ্ডলে আর কখন জন্ম গ্রহণ করে নাই। পতি চিনে নিতে তোমার কখনই ভুল হবে না।

(দেবীর তিরোধান।)

সুকন্যা। মা! চলে গেলি! যা মা, যে আশ্বাস বাক্য আমাকে শুনিয়ে গেলি, তাতেই আমার প্রাণ শীতল হল।

গীত।

প্রাণের লুকানো কোণে আছে যে ব'সে
তারে ভুলিব কিসে॥
আঁখি যার প্রেমে ঢাকা, ধরা যার গুণে মাখা,
বসুন্ধরা সুখময় যার সুধাময় রসে॥
ধর্ম্ম মুক্তি ফলদাতা, নারীর প্রত্যক্ষ দেবতা,
চিনিতে সন্দেহ কোথা,
ভস্মে ঢাকা অগ্নি কভু রহে কি শেষে॥

(সমান বেশধর অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও চ্যবনের প্রবেশ।)

তিনজন। সুন্দরি! কে তোমার পতি?

সুকন্যা। আমার ধর্ম্ম পতি, কর্ম্ম পতি, জ্ঞান পতি, ব্রত পতি, সাধনা পতি এবং দেবতা পতি। সেই দেবতার কৃপায় আমি সেই দেবতার পদেই এই পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করছি।

(চ্যবনের চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান।)

(আকাশে কোমল বাদ্য ও দেবগণের পুষ্প-বর্ষণ।)

১ম অশ্বি। ধন্যা শর্য্যাতি-তনয়া সুকন্যা! তোমার ন্যায় সতীর মাহাত্ম্য বলে শেষ হয় না।

২য় অশ্বি। ধন্যা চ্যবন-প্রিয়া সুকন্যা! তোমার এই কীর্ত্তি অনন্ত কাল বসুন্ধরায় ঘোষিত হতে থাকবে।

চ্যবন। আমাকে আপনারা কৃপা করে যে সুখ-সম্ভোগের সুযোগ প্রদান করলেন, তার সমুচিত কৃতজ্ঞতা বাক্যে ব্যক্ত হয় না। এ ঋণ অচ্ছেদ্য। আমি অধম তপস্বী, আপনারা দেবতা। আমার দ্বারা আপনাদের কোন প্রত্যুপকারেরই সম্ভাবনা নাই।

১ম অশ্বি। আপনি যদি আমাদের প্রত্যুপকার করতে বাসনা করে থাকেন, তা হ'লে বিশেষ উপকারই করতে পারেন। করবেন কি?

চ্যবন। আমার সাধ্য হলে অবশ্যই আপনাদের আদেশ পালন করে আমি কৃতার্থ হব।

১ম অশ্বি। সাধু সাধু! আমরা সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত দেবতা হলেও, ইন্দ্রাদি দেবগণ আমাদিগকে চিকিৎসা-ব্যবসায়ী বলে ঘৃণা করেন; এক সঙ্গে বসতে দেন না, যজ্ঞীয় সোম পান করতে দেন না। এটা আমাদের মর্ম্মান্তিক ক্লেশের কারণ।

২য় অশ্বি। এতে আমরা নিতান্ত অপমানিত হয়ে কালপাত করি। বেদে আমাদের স্তুতি আছে, শাস্ত্রে আমাদের পূজা আছে; তথাপি দেবগণ বৈদ্য বলে আমাদের ঘৃণা

করেন। আপনি যত্ন করলে বোধ হয় আমাদের এ. মনোবেদনা দূর হতে পারে।

চ্যবন। অতি সঙ্গত কথা। কি করলে আমার দ্বারা এ অপমানের প্রতিকার হ'তে পারে, তা আজ্ঞা করুন।

১ম অশ্বি। আপনি এক বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে আমাদিগকে ও অন্যান্য দেবগণকে আমন্ত্রিত করুন। তার পর দেব-মণ্ডলীর মধ্যে আমাদের আসন প্রদান ক'রে, যথাসময়ে যজ্ঞীয় সোম আমাদিগকেও পান করতে দেন।

২য় অশ্বি। আপনার ন্যায় প্রভাব-সম্পন্ন মহাত্মার কার্য্যে কোন দেবতাই বাধা দিতে পারবেন না। যদি বা বাধা প্রদানে উদ্যত হন, আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস, আপনার তেজঃ প্রভাবে সে বাধা বিদূরিত হবে।

চ্যবন। বড়ই সুখময় আদেশ করেছেন। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, অদ্য হতে এক পক্ষ কালের মধ্যে, এই কাননে, অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান হবে। তথায় অন্যান্য দেবগণের সঙ্গে আপনারাও পদার্পণ করবেন। সেই দেবসভায় আপনাদের আসন হবে এবং আপনারা দেবতাগণের সঙ্গে যজ্ঞীয় সোম পান করবেন। এ বিষয়ে যদি দেবতারা প্রতিবাদী হন, তা হ'লে চ্যবনের যোগপ্রভাবে তাঁদের অকারণ গর্ব্ব বিচূর্ণিত হবেই হবে।

১ম অশ্বি। আপনার জয় হউক। আমরা এক্ষণে বিদায় হই। আশীর্ব্বাদ করি, আপনি আপনার নবীনা গুণবতী সহধর্ম্মিণীর সহিত পরমানন্দে কালপাত করুন।

,২য় অশ্বি। বিদায় কালে প্রার্থনা করি, আপনাদের আনন্দের পথে যেন কদাপি একটী কণ্টকও উপস্থিত না হয়।

[অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের প্রস্থান।]

চ্যবন। আহা নয়ন! আজি রূপ দেখে চরিতার্থ হ। হৃদয়! আজি অতৃপ্ত-তৃষ্ণা শান্ত ক'রে সৌন্দর্য্য-সুধা পান কর। প্রাণেশ্বরি! তোমারই গুণে আমার ভাগ্যে এই কল্পনাতীত সুখোদয় হয়েছে। আমি আর কি বলব, তোমার এই সৎকীর্ত্তি দেব-সমাজেও অনন্তকাল সমাদরে আলোচিত হবে।

সুকন্যা। প্রভো! যা ঘটেছে, তাতে আপনারই মাহাত্ম্য ব্যক্ত হচ্ছে। আপনার ন্যায় মহাত্মার এরূপ পুনর্যৌবন প্রাপ্তি বিষয়ে বিচিত্রতা কি আছে? সকলই আপনার লীলা; দাসী নিমিত্ত মাত্র। এক্ষণে এই পরম সৌভাগ্যের সংবাদ আমার পিতা-মাতার নিকট প্রেরণ করবার জন্য প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়েছে। তার তো কোন উপায় দেখছি না।

চ্যবন। তাঁরা শীঘ্রই তোমাকে দেখতে আসবেন কথা ছিল— এত বিলম্বের কারণ কি স্থির করতে পারছি না। দেব-দ্বয়ের নিকট যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি, তাও তোমার পিতার সাহায্য ব্যতীত সম্পন্ন হবার নয়। যদি আর দুই দিনের মধ্যে তাঁরা না আসেন, তা হ'লে আমরা উভয়ে রাজধানীতে গমন করব।

সুকন্যা। উত্তম ব্যবস্থা করেছেন। [প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বনের এক দেশ।

রাজা শর্য্যাতি, মৈত্রেয়, মন্ত্রী ও রক্ষিগণের প্রবেশ।

মৈত্রে। বাবা, আবার সেই বন! মনে হ'লেও হৃৎকম্প হয়। আহার করে কখন পেট ফাঁপে না, এখানে জলবিন্দু মাত্র না খেলেও পেট দমসম। মহারাজ কন্যা দেখ্‌তে এখানে এসেছেন; কিন্তু কথাটা বলা দূরের কথা, ভাবলেও প্রাণ ব্যাকুল হয়; সেই সুখের বালিকা, ননীর পুতুল রাজকন্যা কি এতদিন আর আছে?

রাজা। তুমি যা বলছ সখা, তা ঠিক কথা। সুকন্যাকে যে আমরা দেখতে পাব, সে আশা আর নাই। রাজ্ঞীকে যে কি বলে বুঝাব তা ঈশ্বরই জানেন।

মন্ত্রী। মহারাজ, এরূপ আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক। মহর্ষি চ্যবন বৃদ্ধ, অসমর্থ হ'লেও অসাধারণ যোগবলে বলবান্। তাঁর কোন অনিষ্ট হওয়ার কখনই সম্ভাবনা নাই।

মৈত্রে। আরে রেখে দাও তোমার সম্ভাবনা নাই। সে বেটা একটা টোকা মারলে সাতবার আছাড় খায়, সে আবার যোগ বলে বলবান্! গিয়ে দেখবেন এখনই সে ভণ্ড বুড়াটা কোন দিন অক্কা পেয়ে গেছে; আর মেয়েটা কেঁদে কেঁদে শুকিয়ে মারা গিয়েছে। আহা! রাজনন্দিনি! তোমার অদৃষ্টে এই ছিল? মা গো, তুমি যে লক্ষ্মী মেয়ে মা।

রাজা। সখে! তোমার যেরূপ কষ্ট হচ্চে, আমার মনেও তাই হচ্চে; তবে আমি উচ্চরোলে কাঁদতে পাচ্ছি না। এক্ষণে চল, মহিষী প্রভৃতিকে সঙ্গে নিয়ে আশ্রমে যাওয়া যাউক।

মৈত্রে। চলুন। কিন্তু রাজ্ঞী প্রভৃতি পৌর-নারীদের একেবারে তথায় না নিয়ে গেলেই ভাল হয়।

রাজা। যে বিপদ ঘটেছে ব'লে অনুমান করছ, তা ধীরে ধীরে জানতে পারার চেয়ে একবারে জানাই ভাল। তাঁদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়াই সৎপরামর্শ।

মৈত্রে। তবে চলুন। কিছু জলটল—এখানে ব'সে একটু জলযোগ ক'রে গেলে হয় না? আমার ঐ একটা মহৎ দোষ—বিপদের সময় ক্ষুধাটা কিছু বেশী বেশী—একটু ঘন ঘন লাগে; তা আচ্ছা, থা'ক এখন, পরেই হবে। চলুন তবে।

[সকলের প্রস্থান।]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

চ্যবনের আশ্রম।

চ্যবন। প্রিয়ে! তোমাকে নিরন্তর দেখেও আমার দর্শন পিপাসা মিটছে না। অনবরত তোমাকে বক্ষে ধারণ করেও

আমার হৃদয়ের তৃপ্তি হচ্চে না। এমন অলৌকিক সুখ-ভোগের আমি অধিকারী হব, এ কথা স্বপ্নেও আমার মনে উদিত হয় নাই।

সুকন্যা। আমার এই সামান্য দেহ-ভোগে আপনি এরূপ বিনোদিত হবেন, একথা কখনও আমি মনে করি নাই। সার্থক আমার দেহ ধারণ। প্রাণেশ্বর! আপনার এ দাসীর দেহ এখন সর্ব্বতোভাবে আপনার সেবায় নিয়োজিত হয়েছে, এ আনন্দ ব্যক্ত করবার ভাষা আমি জানি না।

চ্যবন। আকাশে চন্দ্র-সূর্য্য-নক্ষত্রমালা বিরাজ কচ্চে, কাননে কুসুম-রাজি-পরিশোভিত নবীন বল্লরী শোভা পাচ্চে, গিরি-পৃষ্ঠ বিদার করে নির্ঝরিণী কলধ্বনি সহকারে প্রধাবিত হয়ে মধুধারা ছড়িয়ে যাচ্চে, পাদপে বিবিধ বেশধর সুরঞ্জিত বিহগকুল প্রফুল্ল মনে কূজন কচ্চে, সকলই শোভাময়—সকলই আনন্দময়। কিন্তু হৃদয়-দেবি! আমার নিকট সকলই তুচ্ছ—সকলই অকিঞ্চিৎকর। তুমিই আমার চক্ষে সকল শোভার কেন্দ্র, সকল আনন্দের উৎস। যে ব্যক্তি নয়ন ধারণ ক'রে তোমাকে না দেখেছে, তার এ বিশ্বের কিছুই দেখা হয়নি।

সুকন্যা। দাসীর প্রতি প্রভুর অনুগ্রহের সীমা নাই। আপনার জ্ঞান যেমন অসীম—প্রেমও তেমনই অতলস্পর্শী। আমি এই অতল প্রেমরাজ্যের অধিকারিণী হয়ে ধন্য হয়েছি।

(দূরে রাজা, রাণী, মৈত্রেয়, মন্ত্রী, রক্ষিগণ,
ও পরিচারিকাদ্বয়ের প্রবেশ।)

রাজা। (জনান্তিকে) এ কি! আমার কন্যা এক সুকুমার-কায় যুবার কণ্ঠালিঙ্গন ক'রে রঙ্গরস করছে! কোথায় আমার জামাতা বৃদ্ধ চ্যবন? নিশ্চয়ই পাপীয়সী কন্যা পতি-হত্যা করে মনোমত উপপতির সহিত বিহার কচ্চে। হা! কুলকলঙ্কিনি! তুই সুপবিত্র মনুর বংশে কলঙ্ক প্রলিপ্ত করলি?

রাণী। (জনান্তিকে) মহারাজ! তখনই বলেছিলেম, এ কার্য্য করবেন না। যৌবনে সুশাসনে থাকলেও ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান তিরোহিত হয়, এখানে তো কন্যা সম্পূর্ণ স্বাধীনা। হা অদৃষ্ট! কন্যার এই অধঃপতনও চক্ষে দেখতে হ'ল।

মৈত্রেয়। (জনান্তিকে) মহারাজ, উতলা হ'বেন না। আমার বিশ্বাস, জামাতা বাবাজী ভোজবাজী জানেন—তিনি ভূতসিদ্ধ। এটা কোন ভৌতিক ব্যাপার কি না, আগে বেশ করে বিচার করুন। এ বেটা যে ভূতের সর্দ্দার সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

রাজা (জনান্তিকে) কি কথা বলছ তোমরা? আমার সেই তনয়া, সেই আদরের সুকন্যা, আজি পরপুরুষের অঙ্কশায়িনী! একি কখন সহ্য হয়? আমি তখনই জানতেম, এ ব্যাপারের পরিণামে নিশ্চয়ই অশেষ অনর্থের উদ্ভব হবে; এখন স্বচক্ষে তাই দেখতে হ'ল। পাপীয়সী তখন কতই ধর্ম্মের কথা বল্লে, কতই বিজ্ঞ

লোকের মত উপদেশ দিলে, কতই তত্ত্বকথা শুনালে। এখন কোথায় গেল সে সব জ্ঞান-বিদ্যা-বুদ্ধি। (প্রকাশ্যে) আমি এই অসির আঘাতে এখনই দু'জনের শিরশ্ছেদ করব। (নিষ্কোশিত অসি হস্তে ধাবমান।)

চ্যবন। (অগ্রসর হইয়া) মহারাজ! ক্ষান্ত হউন, ক্ষান্ত হউন, একটা কথা শুনে যথাবিহিত দণ্ড প্রদান করুন।

রাজা। কোন কথা শুনতে চাই না। বল্ পাপীয়সী, আমার সেই বৃদ্ধ, জীর্ণ, অন্ধ জামাতা মহর্ষি চ্যবন কোথায়?

সুকন্যা। পিতঃ! এই মহাপুরুষই আপনার জামাতা।

রাজা। মিথ্যা কথা! ব্যভিচারিণী কামিনীরা অশেষ মিথ্যারই আশ্রয় লয়ে থাকে। আজি তোর জনকের হস্তেই তোর জীবনের অবসান হবে।

চ্যবন। মহারাজ! আমার একটা কথা শুনুন। সূর্য্য-নন্দন অশ্বিনীকুমারেরা যদৃচ্ছাক্রমে আমার আশ্রমে আগমন করেছিলেন। আপনার ধর্ম্মময়ী কন্যার গুণে মুগ্ধ হয়ে, তাঁরা করুণা সহকারে আমাকে এই সুখময় দেহ, আনন্দময় লোচন প্রদান করেছেন। আপনি ব্যস্ত হবেন না। আপনার তনয়ার দ্বারা কলঙ্কিত হওয়া দূরে থাকুক, সূর্য্যবংশ সমুজ্জ্বল হবে। এ সকল কথারই প্রমাণ আছে। আপনি ইচ্ছা করলে সবই জানতে পারবেন।

রাজা। বটে! এমন ব্যাপার! দেব-কৃপায় সকলই সম্ভব।

রাজ্ঞী। আমার কন্যার দ্বারা দুষ্কর্ম্ম সাধিত হবে, এ কথা চিরদিনই অবিশ্বাস্য। (সুকন্যার নিকট গমন)।

মৈত্রেয়। তখনই জানি, বেটা ভূতের সর্দ্দার। তখন বুড়ো সেজে এক ঢং করেছিল; এখন আবার সব বদলে বসে আছে। বদলান ব'লে বদলান,—সেই গলা, থসা, মরা মানুষের মত দেহের বদলে, পূর্ণিমার চাঁদের মত সোণার কান্তি। সেই জাল-পড়া কাণা বিশ্রী চক্ষু দু'টার স্থানে এই পদ্মপলাশলোচন, সেই শুকনা চড়ানে গর্ত্তে ঢোকা গাল দুখানার বদলে মুক্তার মত ঝরঝরে দাঁত লাগান কুচকুচে দাঁড়ি-গোঁপযুক্ত অতি সুন্দর মুখ! সকলই ভৌতিক ব্যাপার!

চ্যবন। আপনারা আসন গ্রহণ করুন। একটু স্থির চিত্তে আমাদের কথা শুনলে, আপনারা সকলেই বুঝবেন, আপনার কন্যার ধর্ম্মশীলতায়, অলৌকিক পতিময়তায়, অশ্বিনীকুমারদের কৃপায়, আমার এই অসম্ভাবিত পরিবর্ত্তন ঘটেছে। তাঁদের স্মরণ করলে এ বৃত্তান্ত জানতে আপনাদের কোনই অসুবিধা হবে না।

মন্ত্রী। মহর্ষির বাক্যে আমাদের আর অনুমাত্র অবিশ্বাস নাই।

রাজা। এ আনন্দ আর রাখবার স্থান নাই। (সুকন্যার চিবুক ধরিয়া) ধন্য আমি যে, তোমার ন্যায় গুণবতী কন্যার পিতা হয়েছি। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার সুখ অক্ষয় হউক।

রাজ্ঞী। (আলিঙ্গন করিয়া) সুকন্যে! মা আমার, তোমার অদৃষ্টে এত সৌভাগ্যোদয় হবে এ আমি স্বপ্নেও মনে করি নাই। আশীর্ব্বাদ করি, দেবতুল্য স্বামীর অবিচ্ছিন্ন প্রেমের অধিকারিণী হও।

মৈত্রেয়। মার তো সৌভাগ্য যথেষ্টই হয়েছে; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, সঙ্গে লক্ষ্মীর কৃপাও কিছু হয়েছে কি? পর্ণকুটীরে খাদ্য সামগ্রী টামগ্রী কিছুর সংস্থান আছে কি? না তার বেলায় সেই বনের ফল আর ঝরণার জল?

রাজা। মন্ত্রি! আজি এই বনে ভূরি ভোজের আয়োজন কর। যে যেখানে আছে, সকলকে ইচ্ছামত খাদ্য প্রচুর প্রমাণে প্রদান কর। এমন আনন্দের দিন আমার জীবনে আর কখন হয় নি।

চ্যবন। মহারাজ! আমার এক প্রার্থনা আছে। অশ্বিনী-কুমারদের উপকারের প্রত্যুপকার স্বরূপে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি যে, দেবতাদের সঙ্গে তাঁদের সোমপায়ী করব। আপনি এই কাননে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন। সেই যজ্ঞে অন্যান্য দেবতার সঙ্গে অশ্বিনী-নন্দনেরাও শুভাগমন করবেন। আমি তথায় সর্ব্ব-সমক্ষে তাঁদের যজ্ঞীয় সোম পান করাব।

রাজা। উত্তম প্রস্তাব। এখনই তার আয়োজন আরম্ভ হউক। মহর্ষি তার স্থান-কাল স্থির করুন। রাজধানীতে লোক গিয়ে সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী আনয়ন করুক; চন্দ্রাতপ বিলম্বিত হউক; বেদী নির্ম্মিত হউক; সমস্ত আয়োজনই সত্বর সম্পন্ন হউক। এস মন্ত্রী, এস বয়স্য, এস রাজ্ঞী, এক্ষণে আমরা পটমণ্ডপে গমন করে, যজ্ঞীয় আয়োজন করিগে।

(চ্যবন, সুকন্যা ও সখিগণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।)

সখিগণ।—

গীত।

কেন না ধরিব গান।
কেন না ছড়াব সোহাগে সাদরে মধুমাখা তান॥
দারুণ অনলে, সুশীতল বারি,
হেরিতে তড়িতে সুধাংশু নেহারি,
কাঁদিতে আসিয়ে হেথা হাসিতে পূরিল প্রাণ॥

(সকলের প্রস্থান।)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

যজ্ঞস্থলের পার্শ্ববর্ত্তী স্থান।

দুই জন মজুরের প্রবেশ।

১ম মজুর। দাদা, এ বনের মধ্যি কি কাজকর্ম্ম জুটবে? এখানে তোমাকে বাঘে কর্ম্ম দেবে, ভালুকে খাটাবে সাপে হিসেব রাখবে, গাণ্ডারে জমা খরচ কাটবে, আর শেষে হাতীতে নিকেশ করে দেবে।

২য় মজুর। তুই ছোঁড়া ছাইও বুঝতে পারিস না। শুনিস নি, এই বনের মধ্যি সেই যে মাটীর ঢিপি হয়ে এক মুনি গোঁসাই ছিল, সেইটে নাকি রাজার মেয়ের আশীর্ব্বাদে, টুকটুকে সোণার চাঁদ ছোকরা হয়েছে।

১ম মজুর। রাজার মেয়ের তো ভারি ক্ষেমতা দাদা। সে এমন বিদ্যে শিখলে কি করে? রাজার হ'ক, সে তো ছেলে

মানুষ।

২য় মজুর। তুই দেখছি ভারি আহাম্মক। শুনিস নি তুই, রাজ-কন্যে ভারী সোন্দর। তবেই বোঝনা কেন?

১ম মজুর। সোন্দর বলেই, যাকে যা আশীর্ব্বাদ করবে, তাই ফলবে?

২য় মজুর। তোরে আর বোঝাতে পারি না দেখছি। আরে তার রূপ দেখে সব দেবতারা পাগল। শিব খেপে গিয়ে, ঘন ঘন মাটীতে নাত্তি মারছে; তাই এত ভুঁই কম্প। বেম্মা খেপে গিয়ে, বিরাগী হয়ে বনে চলে গিয়েছেন; তাই পিত্থিমিটা জলে ভেসে যাচ্চে; আর নারাণ ঠাকুর খেপেছেন দেখে, মা লক্ষ্মী তাঁকে এমন ঝাঁটাপেটা করেছেন যে, তিনি সকল গায়ে ওষুদ লেপে বদ্দিবাড়ী পড়ে আছেন; তাতেই মাঘ মাসে এত শীত।

১ম মজুর। তা দেবতারা তো খেপে গেলেন; মেয়েটার এত আশীর্ব্বাদের জোর হ'ল কি ক'রে?

২য় মজুর। বুঝতে পাল্লি নে? দেবতারা মেয়েটাকে খুসী করবার জন্যে আপনার আপনার বিদ্যে সব তাকে দিয়েছে। সে কিন্তু কারেও চায় না। সে সেই মাটীর ঢিপি বুড়োকে জোয়ান ক'রে নিয়ে তারই হয়েছে। তাই সব দেবতারা এই বনে একত্তর হয়ে, সেই মাটীর ঢিপিটাকে তাড়িয়ে দিয়ে মেয়েটাকে কেড়ে নিয়ে যাবে। কদিন তারা এ বনে থাকবে তার এখন ঠিক নেই তো। এখানে কাজেই খুব ভোজ-যগ্যি হবে। তাই সব খাওয়া-দাওয়ার জায়গা টায়গা করতে মজুর চাই। দেবতার পয়সার তো কমী নেই; একদিন

কাজ কল্লে চারি দিনের দাম দিচ্চে। তাই এখানে এইছি; বুঝলি?

১ম মজুর। এতক্ষণে বুঝলাম। কিন্তু দাদা, তোমার আসাটা ভাল হয় নি। তুমিও যদি খেপে ওঠ, তা হ'লে আমাদের বউদিদি ভাইয়ের বাড়ী চলে যাবে। দোহাই দাদা, তুমি ফিরে যাও।

২য় মজুর। চুপ, চুপ, কে আসছে দেখ। ও বুঝি রাজার শালা, সেই মেয়েটার মামা।

১ম মজুর। দোহাই দাদা, ওকে দেখেই তুমি খেপে উঠো না যেন। ও-ও তো সেই এক ঝাড়।

(মৈত্রেয়ের প্রবেশ।)

মৈত্রেয়। ওরে বেটারা, ভাল ক'রে বাঁশ পুঁততে পারবি? সোজা, সোজা,—বেশ খাড়া—ঠিক উঁচু হয়ে থাকবে, এদিকেও হেলবে না, ওদিকেও বেঁকবে না।

১ম মজুর। আজ্ঞে, তা খুব পারব। ঠিক খাড়া ক'রে শুইয়ে শুইয়ে সোজা ক'রে রাখব।

মৈত্রে। দূর বেটা! তোদের কর্ম্ম নয় দেখছি; বাঁশ পুঁততে পারবি না, এখানে এসেছিস কি করতে? আরও অনেক লোক কাজ কচ্ছে। তাই দেখে, যেমন যেমন ব'লে দিব সেই রকম কাজ করিস। এখন আয় আমার সঙ্গে।

২য় মজুর। যে আজ্ঞে। তা চলো, আমরা দুটো ভুজো খেয়ে নিয়ে তোমার সঙ্গেই যাচ্চি।

মৈত্রে। এখনই ভজো খাবি কি? আমি একবার মাত্র আকণ্ঠ

জলযোগ ক'রে বেরিয়েছি। একটু একটু ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে বটে ; কিন্তু তোদের মত দু'দণ্ড দোর করতে পারিনে, এমন নয়। তা—খা বেটারা, ভুজো খা। শিগ্‌গির করে গেল, বেশী ক'রে চিবুস নে।

(দুইজন ব্রাহ্মণের প্রবেশ।)

১ম ব্রা। এই যে মৈত্রেয় মহাশয় এখানে! সুপ্রভাত। বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হচ্চে শুনে, প্রত্যাশিত হয়ে আমরা এসেছি। প্রথমেই মহাশয়ের দর্শন লাভ।

২য় ব্রা। আপনি মনে কল্লে কোন না কর্ম্মে আমাদের নিযুক্ত করতে পারেন।

মৈত্রে। পারি। আপাততঃ আমার হাতে কিঞ্চিৎ কর্ম্ম আছে বটে। তোমরা বাঁশ পুঁততে পার?

১ম ব্রা। আজ্ঞে বংশ খণ্ড প্রোথিত করণ। অসাধ্য কর্ম্ম নয়। উদ্দেশ্য কি?

মৈত্রে। মিষ্টান্নের কটাহ স্থাপন।

২য় ব্রা। অবশ্য—অবশ্য। পুরস্কার কি?

মৈত্রে। অর্দ্ধচন্দ্র সংমিশ্রিত রম্ভা।

১ম ব্রা। সে কিরূপ খাদ্য?

২য় ব্রা। বোধ হয় বিশেষ কোন উপাদেয় পদার্থ হবে।

মৈত্রে। সাতিশয়। তোদের ভুজো খাওয়া হ'ল? বেটারা রাক্ষসের মত গিলছে দেখ!

১ম মজু। আজ্ঞে এই হব হব হয়েছে। তা তুমি চল না এগিয়ে—আমরা চল্লাম। মুতের মশাই, এ বামুন ঠাকুর দুজনকে

মৈত্রে। আরে মূর্খ, তোরা তা কি জানবি? অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে, দু'জন সজীব ব্রাহ্মণকে পুঁতে ফেলে তারই উপর বেদী নির্ম্মাণ করতে হয়। যে মূর্খ—অধম ব্রাহ্মণ আপন কর্ত্তব্য পালন না করে, নিমন্ত্রণ বা আহ্বানের অপেক্ষা না করে, কেবল উদরের চিন্তায় মর্য্যাদা নষ্ট ক'রে বেড়ায়, মাটীতে পুঁতবার জন্য সেইরূপ ব্রাহ্মণেরই দরকার। ভাগ্য ক্রমে তাই পাওয়া গিয়েছে।

১ম ব্রা। (দ্বিতীয়ের প্রতি) ভায়া, গতিক বড় মন্দ। পলায়ন কর।

২য় ব্রা। ভয়ে পদ সঞ্চালন করা অসম্ভব। আমাকে ধর।

(পশ্চাদ্দিকে অবলোকন করিতে করিতে ব্রাহ্মণদ্বয়ের বেগে প্রস্থান)

মৈত্রে। আয় বেটারা, আর ভুজো খায় না।

২য় মজুর। তুমি চল, চল, মোরা খেতে খেতেই চল্লাম।

মৈত্রে। তবে শীঘ্র আয়। এই পথ দিয়ে আসিস।

[বিদূষকের প্রস্থান।]

মজুরদ্বয়—

গীত।

ওরে ভাই এই গহন বনে, হবে ঘটা ভারি।
রাজার মেয়ে পাবার তরে, দেবতা আসবে স্বর্গ ছাড়ি॥
মোরা সব ভুজো খাব, পয়সা পাব, কাজ বাজাব,
পুঁতবো বাঁশ সারি সারি॥

, হবে মেঠাই মণ্ডা, খেয়ে গণ্ডা গণ্ডা, প্রাণডা করব ঠাণ্ডা,
খাবো বাঁধবো যত পারি ॥

[উভয়ের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

যজ্ঞস্থল।

ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, শর্যাতি, মহিষী,
চ্যবন, বিদূষক, মন্ত্রী, প্রতিহারী প্রভৃতি।

(বিশাল অগ্নিকুণ্ড। চ্যবন হব্য প্রদানে নিযুক্ত।)

ইন্দ্র। (চন্দ্রের প্রতি) এ বড় অন্যায় কথা। অশ্বিনীকুমারেরা এখানে কেন? রাজা শর্যাতি, ওদের আহ্বান ক'রে বড় অন্যায় করেছেন। নিশ্চয়ই আমরা রাজার যজ্ঞ পণ্ড করব।

চন্দ্র। তা আর বলতে। রাজার জামাতা ঐ বৈদ্যদের কৃপায় জরা-মুক্ত হয়েছেন। এজন্য যদি প্রত্যুপকার করবারই প্রয়োজন হয়ে থাকে, তার অন্য অনেক উপায় হতে পারত। এরূপ ভাবে দেবতাদের অপমান করা রাজার বড় অন্যায় হয়েছে।

বায়ু। শেষে বৈদ্যদের সঙ্গে একত্র আহারাদিও করতে হবে নাকি?

বরুণ। লক্ষণ তো সেইরূপই। দেখা যা'ক দেবরাজ কি ব্যবস্থা করেন। *

চ্যবন। (হোম সমাপ্তির পর) দেবগণ! মহারাজ শর্য্যাতি বিপুল প্রযত্নে এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছেন, এখানে সুসংস্কৃত সোমরস প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হয়েছে। দেবরাজ পুরন্দর, কৃপা সহকারে পাত্র গ্রহণ করুন। সূর্য্য-নন্দন অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অনুগ্রহ প্রকাশ ক'রে সোমপাত্র ধারণ করুন। চন্দ্রাদি দেবগণ, আপনারাও অনুকম্পা সহকারে সোমপান ক'রে মহারাজকে চরিতার্থ করুন।

ইন্দ্র। কি! স্পর্দ্ধিত চ্যবন! তুমি যোগবলে বলীয়ান ব'লে তোমার যথেচ্ছাচারের কেহই প্রশ্রয় দিতে পারে না। অশ্বিনীকুমারেরা আমাদের সঙ্গে একত্রাবস্থান ক'রে সোমপান করবে, এ অসঙ্গত কার্য্য কখনই হ'তে দেওয়া হবে না।

চ্যবন। কেন? ভগবান্ শচীনাথ, কৃপা করে অশ্বিনীকুমারদের দোষ এই সভায় ব্যক্ত করলে ভাল হয়।

ইন্দ্র। কে না জানে, তারা চিকিৎসক—নীচ ব্যবসায়ী। তাদের সঙ্গে একত্র সোমপান অন্যান্য দেবতার পক্ষে অসম্ভব।

চ্যবন। অশ্বিনীকুমারেরা সূর্য্যদেবের ধর্ম্মপত্নীর গর্ভজাত; সুতরাং নির্দ্দোষ। তাঁদের ব্যবসাও জীবগণের অশেষ কল্যাণের হেতুভূত। এ সম্বন্ধেও তাঁরা প্রশংসার্হ। তথাপি বাসব, কেন তাঁদের সোমপানের

অধিকার দিতে অনিচ্ছুক, তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। ক্ষমতাশালী হয়ে পরের হিতচেষ্টাং করাই বিধেয়। পরকীয় কল্পিত দোষের প্রতি লক্ষ্য না করে, ইন্দ্রদেবের স্বকীয় প্রকৃত দোষের প্রতি দৃষ্টিপাত করাই সুব্যবস্থা। যিনি অহল্যার ধর্ম্মভ্রংশকারী, যাঁর ন্যায় ইন্দ্রিয়পরায়ণের প্রসঙ্গ স্মরণ করলেও লজ্জা হয়, তিনি যে সভামধ্যে উন্নত মস্তকে, নির্দ্দোষ ব্যক্তিদের অপমান করতে চান, এ বড় অসঙ্গত ব্যবস্থা।

ইন্দ্র। শুন চ্যবন! আজি তোমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত। তোমার যোগ-প্রভাব বা তোমার তেজোস্বিতা কিছুই তোমাকে আমার রোষাগ্নি হতে রক্ষা করতে পারবে না। এখনই বজ্রনিক্ষেপে তোমার ঐ দেব অবমাননাকারী মুণ্ড বিচূর্ণিত করব। (ইন্দ্রের বজ্রক্ষেপ।)

চ্যবন। যদি আমার ধর্ম্ম ও সাধনা থাকে, তবে আমার অন্য আদেশ ব্যক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ইন্দ্রের বজ্র ঐ স্থানে স্তম্ভিত থাকুক। (বজ্রের শূন্যে অবস্থান) এই আমি হোমাগ্নিতে সকাম হব্য দিচ্ছি। এখনই অগ্নিকুণ্ড হতে এমন দানবের আবির্ভাব হবে, যে তার প্রভাবে দেবতাদের অন্যায় অহঙ্কার নিশ্চয়ই ধ্বংস হবে। (চ্যবনের হোমাগ্নিতে মন্ত্রপূত হব্য প্রদান—অগ্নিকুণ্ড হইতে মদ নামক দুর্দ্দান্ত দানবের আবির্ভাব ও ইন্দ্রাদিকে গ্রাস করিতে ধাবন। দেবগণের পলায়নোদ্যোগ ও ভীতি)।

(বৃহস্পতির প্রবেশ।)

বৃহ। স্থির হও, স্থির হও; দেবরাজ, তোমার এ কার্য্য সমুচিত হয় নাই। ভৃগুনন্দন চ্যবন অশেষ ক্ষমতাশালী। তিনি অশ্বিনীকুমারদের দ্বারা মহোপকৃত হয়ে, তাঁদের সোমপায়ী করবেন বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন। তাঁর কার্য্যের অন্যথা করতে পারে, ত্রিজগতে এমন সাধ্য কার আছে? বিশেষতঃ সূর্য্যনন্দন অশ্বিনীকুমারেরা নির্দ্দোষ, তাঁদের এরূপে অপমানিত করা দেবগণের অকর্ত্তব্য। আমার পরামর্শ শ্রবণ করুন; আপনারা স্বচ্ছন্দে অশ্বিনীকুমারদের সহিত সোমপান করুন, আর সংকল্প করুন, অতঃপর তাঁদের যজ্ঞীয় সোমের অংশ প্রদানে আপত্তি করবেন না।

ইন্দ্র। গুরুদেবের আজ্ঞা শিরোধার্য্য। মুনিবর, আমি ভ্রমের বশবর্ত্তী হয়ে, আপনার বাসনার বিরোধিতা করতে উদ্যত হয়েছিলেম; আমি প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি, অতঃপর অশ্বিনীকুমারেরা নিয়ত দেব-মণ্ডলীর মধ্যে অব্যাঘাতে সোমপান করবেন। এক্ষণে আপনি কৃপা ক'রে আপনার সৃজিত এই দুর্দ্দান্ত দানবের সংহার করুন।

চ্যবন। দেবরাজের অনুগ্রহে আমি চরিতার্থ হলেম। মদ, এ স্থানে তোমার আর প্রয়োজন নাই; তুমি চারি ভাগে বিভক্ত হয়ে, স্ত্রী, সুরা, দ্যূত ও মৃগয়া এই চতুষ্টয়কে আশ্রয় কর।

বৃহস্পতি। ইন্দ্রাদি দেবগণ, জরাগ্রস্ত নয়নহীন চ্যবনের এই যে সুকুমার কলেবর ও ইন্দীবর নয়ন, দেবসমাজ পরিত্যক্ত

অশ্বিনীকুমারদের এই যে অভাবনীয় সম্মান, মানব-বংশ-কুল-তিলক রাজ-শ্রেষ্ঠ শর্য্যাতির এই যে অসামান্য গৌরব, ইন্দ্রাদি দেবগণের অগ্নিষ্টোমরূপ মহাযজ্ঞে সমাগম-জন্ত সোমপান, এ সকলের মূলীভূতা রাজা শর্য্যাতির ধর্ম্মশীলা সতী-শিরোমণি স্বরূপা কন্যা সুকন্যা।

ইন্দ্র। মহারাজ শর্য্যাতি! আপনার যজ্ঞ দর্শনে আমরা পরমানন্দ লাভ করেছি। বিশেষতঃ এই উপলক্ষে যে একটা বহুকালের মনোমালিন্য তিরোহিত হ'ল, এটা বড়ই সুখের বিষয় হয়েছে। এক্ষণে আপনার সেই গুণবতী কন্যাকে আনয়ন করুন, আমরা তাঁকে দর্শন ক'রে চরিতার্থ হই।

(সখি-সঙ্গে সুকন্যার প্রবেশ।)

শর্য্যা। মা! ইন্দ্রাদি দেবগণ তোমাকে দেখবার ইচ্ছা করেছেন। তুমি তাঁদের প্রণাম কর। (সুকন্যার প্রথমে চ্যবনকে ও পরে দেবতাদিগকে প্রণাম।) বিধাতা আমাকে তোমার ন্যায় একমাত্র কন্যা দিয়ে লক্ষ পুত্রদানের অপেক্ষা অধিক অনুগ্রহ করেছেন। তোমার জন্য আমার কুল উজ্জ্বল—পবিত্র হল।

১ম ঋষি। মা সুকন্যে, আমরা একদিন তোমাকে বড়ই পাপের কথা বলেছি। কিন্তু দেবি! আমাদের মনে কোন মন্দ অভিপ্রায় ছিল না। দয়া করে আমাদের ক্ষমা কর।

২য় অশ্বি। তোমার ধর্ম্মবল পরীক্ষা করার জন্যই আমাদের অধর্ম্ম-জনক উপায় অবলম্বন ক'রে অপরাধী হতে হয়েছে। তোমার কৃপায় আমাদের মনের কালিমা দূর হল ভগবান্ তোমাকে চিরানন্দময়ী করুন।

ইন্দ্র। নারী ধর্ম্মশীলা হ'লে যে দেবতাদেরও বরণীয়া হন, জগতে তুমি তার অবিসংবাদিত প্রমাণ স্থাপন করলে সুকন্যে, তুমি তোমার সর্ব্বশক্তিমান স্বামীর পার্শ্বে অবস্থিত হও, আমরা দেব-মানবে মিলিত হয়ে সমস্বরে তোমার স্তব করি।

সকলে—

গীত।

ধন্যা সুকন্যা মান্যা মহিলা কুলে।
স্থাপিলে অতুল কীর্ত্তি নশ্বর এ মহীমণ্ডলে॥
গাইবে যশ তব, দেবকুল মানব,
প্রীতি ভক্তি কুতূহলে॥
অয়ি নারী শিরোমণি, তব মাহাত্ম্য বাখানি,
ধন্য কৃতার্থ মানি মোরা সকলে॥

যবনিকা পতন।

২য় ঋষি। তোমার ধর্ম্মবল পরীক্ষা করার জন্যই আমাদের অধর্ম্ম জনক উপায় অবলম্বন ক'রে অপরাধী হতে হয়েছে। তোমার কৃপায় আমাদের মনের কালিমা দূর হল ভগবান্ তোমাকে চিরানন্দময়ী করুন।

ইন্দ্র। নারী ধর্ম্মশীলা হ'লে যে দেবতাদেরও বরণীয়া হন, জগতে তুমি তার অবিসংবাদিত প্রমাণ স্থাপন করলে সুকন্যে, তুমি তোমার সর্ব্বশক্তিমান স্বামীর পার্শ্বে অবস্থিত হও, আমরা দেব-মানবে মিলিত হয়ে সমস্বরে তোমার স্তব করি।

সকলে—

গীত।

ধন্যা সুকন্যা মান্যা মহিলা কুলে।
স্থাপিলে অতুল কীর্ত্তি নশ্বর এ মহীমণ্ডলে॥
গাইবে যশ তব, দেবকুল মানব,
প্রীতি ভক্তি কুতূহলে॥
অয়ি নারী শিরোমণি, তব মাহাত্ম্য বাখানি,
ধন্য কৃতার্থ মানি মোরা সকলে॥

যবনিকা পতন।